“২০২৬ সালে (জানুয়ারি-জুন) বাংলাদেশে সংঘটিত মাজার হামলা” বিষয়ে ষান্মাসিক প্রতিবেদন

সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনা:
মোহাম্মদ আবু সাঈদ

প্রতিবেদন তৈরি:
মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম

প্রকাশ:
০১ জুলাই, ২০২৬
মাকাম: সেন্টার ফর সুফি হেরিটেজ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
maqambd.org@gmail.com
01878-431312

মাকাম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সূচিপত্র

ভূমিকা	০২
সারাংশ	০৪
হামলার শিকার মাজারসমূহের তালিকা	০৬
হযরত ইব্রাহিম শাহ	০৮
পীর আবদুর রহমান ওরফে শামীম	১১
শাহ আলী বাগদাদী	১৫
হযরত শাহ রউফ	১৯
হাবিব শাহ দরবার	২২
হযরত লাল মিয়া শাহ	২৪
হাইকোর্ট মাজার	২৫
হযরত কলিমউদ্দিন শাহ	২৭
হযরত শাহ সোলায়মান	২৯

ভূমিকা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ ও সংস্কৃতিতে মাজার, খানকাহ, দরগাহ, দরবার তথা সুফি সংস্কৃতি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। এদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে এককভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন সুফি-সমাজ। যে কারণে তাঁদের মাজার, দরগাহ, দরবার শ্রেণী, পেশা, জাত-পাত ও ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধার ও আবেগের জায়গা। বাংলাদেশে এমন কোনো অঞ্চল পাওয়া কঠিন হবে যেখানে কোনো মাজার, দরগাহ পাওয়া যাবে না। ঐতিহাসিকভাবে মাজারের রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি, যাকে আমরা 'মাজার সংস্কৃতি' হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। সাংস্কৃতিকভাবে বাংলাদেশের প্রধান গণমুখী, জনসম্পৃক্ত বিষয় হলো মাজার সংস্কৃতি।

২০২৪ সালের ঐতিহাসিক ৫ আগস্ট থেকে ধারাবাহিক ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে মাজারে হামলা শুরু হয়। জুলাই অভ্যুত্থানের পর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা, সামাজিক অস্থিরতা ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সুযোগ নিয়ে মাজারবিরোধী কট্টরপন্থী গোষ্ঠী বাংলাদেশের প্রায় সকল প্রান্তে মাজার, দরগাহ, দরবারে ধারাবাহিকভাবে হামলা চালায়। এই হামলার ফলে জুলাই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষ যে গণতান্ত্রিক, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিপূর্ণ ও ঐক্যবদ্ধ সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলো তা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পাশাপাশি কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ থেকে শুরু করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বিএনপি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, ইসলামি শাসনতন্ত্র, জাতীয় নাগরিক পার্টি - এনসিপিসহ প্রায় সকল রাজনৈতিক দলের দায় রয়েছে। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় রাজনৈতিক দল হিসেবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মাজার হামলার বিরুদ্ধে ন্যূনতম কার্যকরী ভূমিকা তো রাখেইনি, উল্টো বেশ কিছু ঘটনায় দলের স্থানীয় নেতা-কর্মীদের জড়িত থাকার তথ্য রয়েছে।

মাজারে হামলা করা বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ সংস্কৃতির উপর হামলার নামান্তর। 'মাকাম' প্রথম থেকেই এ বিষয়ে সোচ্চার ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করেছে। সহিংসতায় লিপ্ত না হয়ে সংলাপের মাধ্যমে একটি দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে গত ২৫ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে রাজধানীর বিএমএ মিলনায়তনে **"বাংলাদেশের মাজার সংস্কৃতি: সহিংসতা, সংকট ও ভবিষ্যৎ ভাবনা"** শীর্ষক জাতীয় সংলাপের আয়োজন করে। এর ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে সংঘটিত মাজারে হামলার বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করে মাকাম। **"২০২৪-২৫ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত মাজারে হামলা"** শিরোনামের উক্ত প্রতিবেদন ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়। প্রাথমিকভাবে ৯৭টি হামলার প্রমাণ পায় মাকাম, যা বিস্তারিত তথ্যসহ দেশবাসীর উদ্দেশ্যে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

মাজারে হামলা বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং দেশের বৃহত্তর স্বার্থে ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩০ জুন– ষান্মাসিক প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

১ জানুয়ারি থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে প্রতিবেদনটি সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। ব্যবহৃত সকল তথ্যের যথাযথ সূত্র প্রদান করা হয়েছে। ঘটনার সার্বিক চিত্র, কারণ, ভিডিও ফুটেজ, প্রশাসনের অবস্থান, মাজার কর্তৃপক্ষ, মাজারের সর্বশেষ পরিস্থিতি ইত্যাদি সকল বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

এটি ‘তদন্ত প্রতিবেদন’ নয়। উল্লেখিত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে সংঘটিত মাজারে হামলার সার্বিক চিত্র, হামলার শিকার মাজারগুলোর বর্তমান অবস্থা ও বিভিন্ন পরিসংখ্যান হাজির করাই আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। উদ্দেশ্য হলো, এর মাধ্যমে সরকার, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে এ ব্যাপারে সচেতন করে তোলা। পাশাপাশি, সরকার, মিডিয়া, রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন সর্বোপরি জনসাধারণের নিকট মাজার হামলার একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা।

প্রতিবেদনে সংখ্যা, পরিসংখ্যান, শব্দচয়ন ও বানানের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তবুও আমাদের অজান্তে থেকে যাওয়া কোনো ভুল পাঠকের চোখে পড়লে আমাদেরকে জানানোর পর যাচাই-বাছাই করে সংশোধনের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হবে।

যে-সকল ঘটনায় মামলা হয়েছে সেগুলো যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করে হামলাকারীদের উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছি। হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত মাজার, দরগাহ, দরবারের ক্ষতিপূরণ প্রদানের পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সতর্কতা ও সক্রিয়তা অত্যন্ত জরুরী। সামাজিক স্থিতিশীলতা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষায় এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিপূর্ণ দেশ গঠনের লক্ষ্যে সরকারের নিকট জোর দাবি জানাই, মাজারে হামলার বিরুদ্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ নিন, ক্ষতিগ্রস্ত মাজার, দরগাহ, দরবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করুন এবং হামলাকারীদের উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করুন।

মোহাম্মদ আবু সাঈদ
এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, মাকাম
৩০/০৬/২০২৬

সারাংশ

২০২৬ সালের প্রথম ছয় মাসে (১ই জানুয়ারি থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত) অন্তত ছয়টি (৬) মাজারে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এর পাশাপাশি একটি (১) মাজারের ওরস পালনে পুলিশি বাধা, একটি (১) ওরসে হামলার চেষ্টা এবং একটি (১) হামলার গুজব শনাক্ত করা হয়েছে।

মাজারে প্রমাণিত হামলা ঘটনার মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটে ১১ এপ্রিল, কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পীর আবদুর রহমান ওরফে শামীম বাবার দরবারে। কোরআন অবমাননার অভিযোগে উচ্ছৃঙ্খল জনতা দরবারে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ এবং পীর শামীমকে পিটিয়ে-কুপিয়ে হত্যা করে। এ ঘটনায় তার দুই অনুসারী গুরুতর আহত হন এবং প্রায় ২০ লক্ষ টাকার ক্ষয়-ক্ষতি হয়, যার মধ্যে ১০ লক্ষ টাকা নগদ ও ৪ ভরি স্বর্ণ লুট হয়। উক্ত ঘটনায় দায়েরকৃত মামলায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও খেলাফত মজলিসের নেতা-কর্মীদের সম্পৃক্ততা উঠে এসেছে।

সিলেটের বিশ্বনাথে হযরত ইব্রাহিম শাহ মাজারের বাউলগানের আসরে শতাধিক লোকের হামলায় তিনজন আহত হন এবং মসজিদও ভাঙচুর হয়। ঢাকার মিরপুরে শাহ আলী বাগদাদী মাজারে রাতের অন্ধকারে মাস্কপরা ১০০-১৫০ জনের দল ভক্তদের (বিশেষ করে নারীদের) লাঠিপেটা করে, মাজারের পবিত্র বস্তু ভাঙচুর করে এবং প্রায় ৯৬ হাজার টাকা ছিনতাই করে। এখানেও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদের সম্পৃক্ততার অভিযোগ উঠেছে।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে হযরত শাহ রউফ দরগাহের খাদেম ও তার বোনের ওপর দুই দফা হামলায় দুজন আহত হন এবং স্বর্ণের হার লুট হয়। বরিশালে হাবিব শাহের দরবারে মৃত্যুর পর কবর দেওয়াকে কেন্দ্র করে তৌহিদী জনতার হামলায় বাদ্যযন্ত্র ভাঙচুর ও দরবার তালাবদ্ধ করা হয়। চট্টগ্রামের রাউজানে হযরত লাল মিয়া শাহ মাজারে জুতা ও গরুর মল নিক্ষেপ করে পবিত্র স্থান অপবিত্র করা হয়। চাঁদপুরের লেংটা বাবার মাজারে অভ্যন্তরীণ কোন্দলে খাদেম আহত হন, যা প্রথমে বাইরের হামলার গুজব হিসেবে ছড়িয়ে পড়ে। হাইকোর্ট সংলগ্ন শাহ খাজা শরফুদ্দিন চিশতীর মাজারে পুলিশি বাধায় ভক্তদের ওরস পালন বাদাগ্রস্থ হয়। সর্বশেষ নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলায় ২৯ই জুন ঘটে যাওয়া একটি ঘটনায় হযরত কলিমুদ্দীন শাহের মাজারে ওরসে বাধাপ্রদান করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু উপস্থিত ভক্তবৃন্দ তৌহিদী জনতা পরিচয়ধারী আগত উগ্রপন্থীদের প্রতিহত করে।

প্রমাণিত ৬টি হামলার সর্বোচ্চ ২টি ঘটেছে কুষ্টিয়ায়। মাজারে হামলার জেরে ১টি মসজিদেও হামলা করা হয়েছে। হামলার পর অদ্যাবধি অন্তত ২টি দরবারে ওরসসহ অন্যান্য কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। এ-সকল হামলায় ১জন নিহত এবং নারীসহ অন্তত ১০+ জন আহত হয়েছেন। হামলার পেছনে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির সংঘাত, স্থানীয় কোন্দল, মাদক-জুয়া নিয়ন্ত্রণের অজুহাত এবং মাজারের বিপুল সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণের লড়াই প্রধান ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও তার অঙ্গসংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির অন্তত দুটি বড় ঘটনায় সরাসরি যুক্ত বলে অভিযোগ উঠেছে। এছাড়া একটি হামলার ঘটনায় খেলাফত মজলিসের সম্পৃক্ততা পাওয়া গিয়েছে। প্রমাণিত হামলাসমূহের মধ্যে মাত্র দুইটি ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে- পীর আবদুর রহমান ওরফে শামীম হত্যায় এবং শাহ আলী বাগদাদীর মাজার হামলার ঘটনায়। দায়ের করা মামলা দুটির তদন্ত চলাকালীন সময়ে ভিডিও ফুটেজসহ উপযুক্ত প্রমাণের ভিত্তিতে কুষ্টিয়ার ঘটনায় ৪ জন এবং শাহ আলী বাগদাদীর মাজার হামলার ঘটনায় ৩ জন, মোট ৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জামায়াতে ইসলামী ও তার অঙ্গসংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির অন্তত দুটি বড় ঘটনায় সরাসরি যুক্ত বলে অভিযোগ উঠেছে। এছাড়া খেলাফত

মজলিসের স্থানীয় সদস্যের একটি হামলার ঘটনায় সম্পৃক্ততার অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। অন্তত ৩টি ঘটনায় হামলাকারীরা 'নারায়ে তকবির/লিল্লাহি তাকবির - আল্লাহু আকবর' স্লোগান দিয়েছে।

প্রায় সবকটি ঘটনায় প্রশাসন হামলা চলাকালীন সময়ে ঘটনাস্থলে বা নিকটবর্তী স্থানে থাকলেও তারা নিষ্ক্রিয় ছিল। তবে কিছু কিছু ঘটনায় হামলা পরবর্তী সময়ে তাদের সক্রিয় হতে দেখা গিয়েছে। প্রশাসন একটি মাজারের ওরস পালনে বাধাদানকারীর ভূমিকায় ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। ঘটনাগুলোতে স্থিরচিত্র, ভিডিও ও কিছু সোশ্যাল একাউন্ট প্রমাণ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

হামলার শিকার মাজারসমূহের তালিকা

নিম্নে হামলার শিকার মাজারসমূহের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। তালিকাটি দু'টি সারণিতে বিভক্ত। ১ম সারণিতে যে সকল মাজারে হামলার ঘটনা প্রমাণিত হয়েছে এবং ক্ষয়ক্ষতি যাচাই করা সম্ভব হয়েছে এবং ২য় সারণিতে সে-সকল মাজার যেগুলোতে হামলার ব্যর্থ চেষ্টা ও হামলার গুজবের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণি-০১ / প্রমাণিত হামলা

সংখ্যা	মাজারের নাম	সময়	স্থান	ক্ষয়ক্ষতি ও মন্তব্য
১	হযরত ইব্রাহিম শাহ/বিশ্বনাথ মাজার	২২ মার্চ ২০২৬, রবিবার	সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার রামপাশা ইউনিয়নের শ্রীপুর গ্রামে	৩ জন+ আহত। ওরসে গান বাজনা চলাকালীন হামলা। সাথে মসজিদও ভাঙচুর।
২	পীর আবদুর রহমান ওরফে শামীম বাবার দরবার শরীফ	২০২৬ সালের ১১ এপ্রিল শনিবার দুপুর আড়াইটার দিকে	কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নের ফিলিপনগর গ্রামে	পীর আবদুর রহমান ওরফে শামীমকে হত্যা। ১ জন নিহত ও ২জন গুরুতর আহত। এবং ২০ লক্ষ টাকার ক্ষতি (তন্মধ্যে ১০ লক্ষ টাকা নগদ ও ৪ভরি স্বর্ণ লুট)
৩	শাহ আলী বাগদাদী (রহ.) মাজার	১৪ই মে ২০২৬, বৃহস্পতিবার রাতে	রাজধানী ঢাকার মিরপুর-১ নম্বর সেকশন	৯৬ হাজার টাকা ছিনতাই ও ২-৩ জন আহত।
৪	হযরত শাহ রউফ (রা.) দরগাহ শরীফ	প্রথমে ৯ মে ২০২৬, শনিবার সন্ধ্যায় ও পরবর্তীতে ১৫ মে ২০২৬ শুক্রবার সকাল ১১টায়	কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলায়	দুই দফায় প্রধান খাদেমকে মারধর। ২জন আহত ও খাদেমের বোন রিতা খাতুন থেকে ৮ আনা ওজনের স্বর্ণের হার ছিনতাই।
৫	হাবিব শাহের দরবার শরিফ	১৭ মার্চ ২০২৬, মঙ্গলবার	বরিশাল নগরীর বটতলা পুলিশ ফাঁড়ির সামনে	হাবিব শাহকে দরবারে কবর দেয়া ও মাজার তৈরি করা নিয়ে বহিরাগত ও তৌহিদী জনতার হামলা
৬	হযরত লাল মিয়া শাহ (রহ.) মাজার	১৪ জানুয়ারী ২০২৬, বুধবার	চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার উরকিরচর গ্রামে	ঘৃণ্য অবমাননা, গরুর মল ও জুতা নিক্ষেপ করে অপবিত্রকরণ

সারণি-০২

হামলার চেষ্টা / ওরস পালনে বাধা/ হামলার গুজব এমন ঘটনার তালিকা				
সংখ্যা	**মাজারের নাম**	**সময়**	**স্থান**	**ক্ষয়ক্ষতি ও মন্তব্য**
৭	হাইকোর্ট মাজার/শাহ খাজা শরফুদ্দিন চিশতী (র.)-এর মাজার	৯ জানুয়ারি ২০২৬, শুক্রবার সন্ধ্যা	রাজধানীর হাইকোর্ট সংলগ্ন	ওরস পালনে পুলিশি বাধা
৮	হযরত কলিমউদ্দিন শাহ (রহ.) মাজার	২৮ই জুন ২০২৬ সালের শনিবার রাত পৌনে ১২টার দিকে	নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জের গোলাকান্দাইল বাজার এলাকায়	হামলার চেষ্টা, কিন্তু ভক্তবৃন্দ কর্তৃক প্রতিহত
৯	হযরত শাহ সোলায়মান (র.) ওরফে লেংটা বাবার মাজার	৩১ মার্চ ২০২৬, মঙ্গলবার বিকেলে	চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার সাদুল্লাপুর ইউনিয়নের বেলতলী (বদরপুর) এলাকায়	হামলার গুজব। ওরস পালনের সময় ভক্তদেরই দুই পক্ষের সংঘাত। ১জন আহত।

১. হযরত ইব্রাহিম শাহ/বিশ্বনাথ মাজার

(২২ মার্চ ২০২৬, রবিবার, সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার রামপাশা ইউনিয়নের শ্রীপুর গ্রামে)

বাউল গানের আসরে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করা হচ্ছে। ছবি: ভিডিও থেকে (সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার রামপাশা ইউনিয়নের শ্রীপুর গ্রামে অবস্থিত হযরত ইব্রাহিম শাহ (শাহ ইব্রাহিম মাস্তান) মাজারের প্রায় একশত বছরের ঐতিহ্যবাহী বার্ষিক ওরস উপলক্ষে ২২ মার্চ ২০২৬, রবিবার তিনদিন ব্যাপি অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন রাতে মাজারের পাশের মাঠে আয়োজিত বাউলগানের আসরে স্থানীয় শতাধিক লোক সংঘবদ্ধ হামলা চালিয়ে অনুষ্ঠান পণ্ড করে দেয়।[1] আয়োজকদের ভাষ্য অনুসারে, প্রতিবছর সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভক্ত ও দর্শনার্থীরা এই ওরসে অংশ নেন। এবারও তিন দিনব্যাপী বাউলগানের আয়োজন করা হয়েছিল এবং প্রশাসনের অনুমতি নিয়েই অনুষ্ঠান চলছিল।

হামলার পরদিন সোমবার সকালে মাজার সংলগ্ন একটি মসজিদের জানালার কাচ ইটপাটকেল ছুড়ে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। উভয় পক্ষ পরস্পরকে এই ভাঙচুরের জন্য দায়ী করে। মাজার কর্তৃপক্ষের দাবি, হামলাকারীরা ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য মসজিদে ভাঙচুর করে তাদের ওপর দোষ চাপিয়েছে।[2] অন্যদিকে গ্রামবাসীরা বলছেন, মাজারের ভক্তরা পাল্টা হামলা চালিয়ে বাড়িঘর ও মসজিদে ক্ষতি করেছে। উল্লেখ্য, কোনো পক্ষই থানায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ

[1] ২৪ মার্চ ২০২৬, বিশ্বনাথে ওরসের বাউলগানের আসর ও মসজিদে ভাঙচুর | The Daily Star https://share.google/OYm4T0oyINDWfBdZ5। D2 News Bites https://www.facebook.com/share/1BGcWRNu3k/

[2] ২৪ মার্চ ২০২৬, খবরের কাগজ.কম, বিশ্বনাথে মাজারের পাশে গানের আসরে হামলা, মসজিদে হামলা নিয়ে বিভ্রান্তি https://share.google/OZPiBaEfqK2gJcQ25। ২৪ মার্চ ২০২৬, জনগণতন্ত্র-jonogonotontro/The Peoples Democracy - নির্বাচিত সরকারের আমলে বাউলদের উপর হামলা আক্রমণ চরম ঔদ্ধত্বের বহিঃপ্রকাশ https://share.google/XlMpo7xM07MCN8kY7

বা মামলা দায়ের করেনি। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পরিস্থিতি শান্ত রাখার চেষ্টা করেছে এবং স্থানীয়ভাবে বিষয়টি মীমাংসার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

হামলার মূল কারণ: হামলার পেছনে একাধিক কারণ কাজ করেছে বলে বিভিন্ন সূত্রে উঠে এসেছে। প্রধানত ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির সংঘাত এখানে স্পষ্ট। হামলাকারীরা বাউলগানকে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতকারী ও অশ্লীল বলে মনে করেন। তারা উচ্চস্বরে মাইক ও সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার করে গ্রামের শান্তি নষ্ট করা, বিশেষ করে রাতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটানোর অভিযোগ তুলেছেন। হামলার সময় 'নারায়ে তকবির আল্লাহু আকবর' ও 'ইসলামের শত্রুরা হুঁশিয়ার সাবধান'—এ ধরনের স্লোগান দিয়ে তারা তাদের ধর্মীয় অবস্থান স্পষ্ট করেন।

এছাড়া স্থানীয় অভ্যন্তরীণ কোন্দলও বড় ভূমিকা রেখেছে। মসজিদের মোতাওয়াল্লি এবং মাজার কমিটির সভাপতি একই ব্যক্তি। তার এক স্বজন দীর্ঘদিন ধরে মাজার ও মসজিদের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার চেষ্টা করছিলেন বলে জানা গেছে। চাঁদাবাজি, আধিপত্যের লড়াই এবং স্থানীয় প্রভাব বিস্তারের বিষয়ও জড়িত থাকতে পারে। গ্রামবাসীরা আরও অভিযোগ করেছেন যে, ওরসের নামে মাদক সেবন-বিক্রি, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা চলত। সুফি ঐতিহ্যের মাজার-ওরসের সঙ্গে কঠোর ধর্মীয় ব্যাখ্যার সংঘাত, স্থান দখল এবং রাজনৈতিক স্বার্থও এ ধরনের ঘটনাকে উস্কে দিচ্ছে বলে বিশ্লেষকরা মনে করেন। পুলিশ অবশ্য মূলত শব্দদূষণ ও স্থানীয় অসন্তোষকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে।

ভিডিও বিশ্লেষণ: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া একাধিক ভিডিওতে ঘটনার চিত্র দেখা যায়। ভিডিওতে দেখা যায়, শতাধিক লোক লাঠিসোঁটা নিয়ে গানের মঞ্চে উঠে এলোপাতাড়ি ভাঙচুর চালাচ্ছেন। হামলাকারীদের অনেককেই ভিডিওতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। তারা বাদ্যযন্ত্র, সাউন্ড সিস্টেম, চেয়ারসহ আসরের বিভিন্ন জিনিসপত্র ভেঙে ফেলেন।[3] হামলাকারীরা উচ্চস্বরে ধর্মীয় স্লোগান দিতে দিতে মঞ্চ দখল করেন এবং ভাঙচুর শেষে মিছিল করে চলে যান। আরেকটি ভিডিওতে মসজিদের ভাঙা জানালার কাচ এবং লাঠিসোঁটা হাতে লোকজনকে দেখা যায়। হামলা চলাকালীন কিছু ভিডিওতে 'নারায়ে তকবির আল্লাহু আকবর' ও 'ইসলামের শত্রুরা হুঁশিয়ার সাবধান' বলে স্লোগান দিতে দেখা যায়। এসব ভিডিও হামলার সংগঠিত ও পরিকল্পিত চরিত্র প্রকাশ করে এবং ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে। ভিডিওগুলো ছড়িয়ে পড়ার পর বিষয়টি জাতীয়ভাবে আলোচিত হয়।

অভিযুক্ত হামলাকারী: হামলাকারীরা মূলত শ্রীপুর গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দা। মাজারের খাদেম দুদু মিয়া জানিয়েছেন, একজন স্থানীয় ব্যক্তি তার আত্মীয়স্বজন ও কিছু বহিরাগত লোক নিয়ে হামলার নেতৃত্ব দেন।[4] নির্দিষ্ট নাম প্রকাশ্যে আসেনি কারণ কোনো পক্ষ মামলা করেনি। কিছু প্রতিবেদনে কাঁচা মিয়া, এলাছ মিয়া ও খালেদ মিয়াসহ কয়েকজন আহত হওয়ার কথা উঠে এসেছে (পাল্টা হামলার অভিযোগে)।

প্রশাসনিক অবস্থান: বিশ্বনাথ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গাজী মাহবুবুর রহমান জানিয়েছেন, পুলিশ ঘটনার পরপরই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং পরিস্থিতি শান্ত করেছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, গানের আসরটি মাজারের মূল

---

[3] হামলার স্থিরচিত্র ও ভিডিও-১ https://www.facebook.com/share/v/17ftygQVvf/ হামলার ভিডিও-২ https://www.facebook.com/share/v/1bKW2BWEdC/। হামলার ভিডিও -৩ Source: YouTube https://share.google/qwgnF8uRTpYeLKS4Y। হামলার ভিডিও -৪ Source: Facebook https://share.google/JuwhGZo5PozE4ammG। হামলার ভিডিও -৫ Source: Facebook https://share.google/D3G7hu3ecDVLdMMgL। হামলার পরবর্তী ভিডিও-৬ Source: Facebook https://share.google/HTi2bf35PCFRLVaQC

[4] ২৪ মার্চ ২০২৬, আজকের পত্রিকা, সিলেটে হামলা চালিয়ে বাউলগানের আসর পণ্ড https://share.google/od2d5dLr3KYXuTiP6

ভেন্যুর বাইরের মাঠে ছিল এবং উচ্চ শব্দে গানের কারণে স্থানীয়দের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছিল। কোনো পক্ষই মামলা বা অভিযোগ দায়ের করেনি এবং উভয় পক্ষ স্থানীয়ভাবে বিষয়টি মীমাংসা করতে সম্মত হয়েছে।[5] মসজিদ ভাঙচুরের বিষয়টিও স্পষ্ট নয়, কারণ একইদিন এলাকায় অন্য মারামারির ঘটনাও ঘটেছিল। সিলেট-২ আসনের সংসদ সদস্য তাহসিনা রুশদীর লুনা এ ঘটনায় সরাসরি হস্তক্ষেপ করেন।[6] তিনি মাজার ও মসজিদ পরিদর্শন করেন এবং উভয় পক্ষকে নিয়ে সালিস বৈঠক করেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উম্মে কুলসুম রুবিও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।[7]

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজারের খাদেম দুদু মিয়া বলেন, প্রায় একশ বছর ধরে এই মাজারকে ঘিরে ওরস ও বাউলগানের আসর হয়ে আসছে। এবারও প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠান চলছিল। হামলা সম্পূর্ণ অকস্মাৎ এবং কোনো আগাম অভিযোগ ছিল না। তিনি অভিযোগ করেন যে, হামলাকারীরা ঘটনা ভিন্ন দিকে নেয়ার জন্য পরদিন মসজিদে ভাঙচুর করে মাজারের ভক্তদের দোষারোপ করছে। মাজার কর্তৃপক্ষ অশ্লীলতা বা মাদকের সঙ্গে জড়িত নয় বলে তিনি দাবি করেন।[8]

সর্বশেষ পরিস্থিতি: ২৫ মার্চ ২০২৬, বুধবার এমপি তাহসিনা রুশদীর লুনার উপস্থিতিতে উভয় পক্ষের সম্মতিতে আপোষ-মীমাংসা হয়েছে। বিশ্বনাথ উপজেলার সব মাজার ও ওরসের জন্য নতুন নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। এখন থেকে ওরসে শুধু জিকির-আসকার, ইসলামি গান ও ওয়াজ মাহফিল করা যাবে। মাইক ব্যবহার নিষিদ্ধ (স্পিকার ব্যবহার করা যাবে তবে শব্দ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে)। আলাদা মঞ্চ বা স্টেজ করা যাবে না। নাচ-গান, মাদক, জুয়া ও অশ্লীল কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা ব্যবস্থা রাখতে হবে।[9] মসজিদের ক্ষতিপূরণ স্থানীয় চেয়ারম্যানরা দেবেন।

বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে এবং মাজার কর্তৃপক্ষ নতুন নির্দেশনা মেনে চলবে বলে জানিয়েছেন। এই আপোষের মাধ্যমে স্থানীয় বিরোধ সাময়িকভাবে নিষ্পত্তি হলেও লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণ ও ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখার চ্যালেঞ্জ অব্যাহত রয়েছে।

---

[5] ২৪ মার্চ ২০২৬, হামলার সিলেটে মাজারের পাশে গানের আসরে হামলা, মসজিদে হামলা নিয়ে বিভ্রান্তি । খবরের কাগজ https://share.google/QwdTOavF16YYbBYgS

[6] ২৫ মার্চ ২০২৬, আলোচিত বিশ্বনাথ বিশ্বনাথে এমপি লুনার হস্তক্ষেপে ওরস নিয়ে সৃষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তি - আলোচিত বিশ্বনাথ https://share.google/MnRyzPQZmkoj6JGAx

[7] ২৫ মার্চ ২০২৬, প্রথম আলো, বিশ্বনাথে ওরসে মাইক ব্যবহার নিষিদ্ধ, করা যাবে না আলাদা মঞ্চ https://share.google/zhqe0imBBKl8WbM7l। ২৪ মার্চ ২০২৬, প্রথম আলো, সিলেটে হামলা চালিয়ে মাজারের বাউলগানের আসর পণ্ড https://share.google/SQeqXxg6CO3YXIFXT

[8] ২৪ মার্চ ২০২৬, যুগান্তর, ওরসে গানের স্টেজে ভাঙচুর, বাড়িঘরে ভক্তদের হামলা https://share.google/A9hUIi17hjQkMsnJd । ২৪ মার্চ ২০২৬, Kaler Dabi, Online News Portal in Bangladesh - বিশ্বনাথে বাউল গানের আসরে হামলার ঘটনায় বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির নিন্দা https://share.google/Pcyo6FnXRJJwlmpSU

[9] ২৫ মে ২০২৬, গানের আসরে হামলার ঘটনায় আপোষ : মাজারে মাইক বাজানো যাবে না, গানেও বিধিনিষেধ - সিলেটের চাকরির খবর https://share.google/nJp8UCEKNywIV19OM

২. পীর আবদুর রহমান ওরফে শামীম হত্যা ও দরবার শরীফে হামলা

(২০২৬ সালের ১১ এপ্রিল শনিবার দুপুর আড়াইটার দিকে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নের ফিলিপনগর গ্রামে)

চিত্র ১: নিহত পীর আবদুর রহমান ওরফে শামীম। চিত্র ২: হামলা পরবর্তী দরবারে অগ্নিসংযোগের চিহ্ন (সংগৃহীত)

চিত্র ৩ ও ৪: হামলা চলাকালীন স্থিরচিত্র (সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: ২০২৬ সালের ১১ এপ্রিল শনিবার দুপুর আড়াইটার দিকে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নের ফিলিপনগর গ্রামে অবস্থিত 'শামীম বাবার দরবার শরিফ' বা 'কালান্দার বাবার দরবার'-এ এক ভয়াবহ হামলার ঘটনা ঘটে। ধর্ম অবমাননার অভিযোগে[10] উত্তেজিত জনতা দরবারে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে, অগ্নিসংযোগ ঘটায় এবং দরবারের প্রধান পীর আবদুর রহমান ওরফে শামীম (বয়স ৫২/৫৭) কে পিটিয়ে ও কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। আহত অবস্থায় তাকে দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হলে বিকেল ৩টা ২০ মিনিটের দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।[11] হামলায় তার দুই অনুসারীও গুরুতর আহত হন, তাদেরকেও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কয়েকশ লোকের উত্তেজিত জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। হামলার পর দরবার এলাকায় সুনসান নীরবতা নেমে আসে। ভাঙচুর করা আসবাবপত্র এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকে এবং আধাপাকা ঘরে আগুনের কুন্ডলী থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়।[12] পুলিশ পরবর্তীতে অতিরিক্ত সদস্য

---

[10] ১২ এপ্রিল ২০২৬, বাংলা স্ট্রিম, কুষ্টিয়ায় মাজারে হামলা: নৈরাজ্য, অসহিষ্ণুতা এবং রাষ্ট্র গঠনের ব্যর্থতা https://share.google/ndeG5vBVtpPHjLslz ১৭ এপ্রিল ২০২৬, ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে বার বার মাজারে হামলা, নেপথ্যে যত কারণ - BBC News বাংলা https://share.google/2h6Jg4qAwfuB1LpSa

[11] ১১ এপ্রিল ২০২৬, ধর্ম অবমাননার অভিযোগে কুষ্টিয়ায় পীরকে পিটিয়ে হত্যা || Bahanno News https://share.google/4Q939plTGvNgZppO8। ১১ই এপ্রিল ২০২৬, কুষ্টিয়ায় আস্তানায় হামলা চালিয়ে 'পীর'কে পিটিয়ে হত্যা, ভাঙচুর-আগুন | প্রথম আলো https://share.google/tMWH0UrNC2gFyoF8p

[12] ১১ এপ্রিল ২০২৬, কুষ্টিয়ায় দৌলতপুরে দরবারে হামলা চালিয়ে কথিত পীরকে হত্যা, কী হয়েছিল সেখানে? - BBC News বাংলা https://share.google/Su8zfMdDuXvXFuMIc

মোতায়েন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনা সারাদেশে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দেয় এবং ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, মব সহিংসতা ও আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতার বিষয়টিকে আবারও সামনে নিয়ে আসে।[13]

হামলার মূল কারণ: হামলার মূল উসকানি ছিল শামীমের কয়েক বছর আগের (সম্ভবত ২০২০/২১ সালের) একটি ৩০-৩৬ সেকেন্ডের ভিডিও ক্লিপ। গত ১০ এপ্রিল শুক্রবার সকাল থেকে এই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। ভিডিওতে শামীমকে পবিত্র কোরআন সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য করতে শোনা যায় বলে অভিযোগ ওঠে। স্থানীয়রা দাবি করেন, তিনি প্রকাশ্যে কোরআনকে অবজ্ঞা করে কথা বলতেন, এসব কথা ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অনুভূতিতে গভীর আঘাত করে। কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার (এসপি) জসিম উদ্দিন বলেন, 'শামীম জাতীয় পরিচয়পত্রে থাকা নামের পাশাপাশি একাধিক ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। কখনো নিজেকে 'শ্রী জাহাঙ্গীর', কখনো 'শামীম কৃষ্ণ' বা অন্যান্য নামে পরিচয় দিতেন। তার চিন্তাচেতনা এমন ছিল যে, তিনি বিভিন্ন ধর্মের উপাদান মিশিয়ে একটি মিশ্র ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করতেন।'[14]

হামলাকারী ও হামলার বৈধতা উৎপাদনকারী মহলের মতানুসারে, শামীম নিজেকে পীর হিসেবে পরিচয় দিয়ে সুরেশ্বরী ধারার আধ্যাত্মিক চর্চা করতেন। তিনি বিভিন্ন ধর্মের উপাদান মিশিয়ে এক ধরনের মিশ্র মতবাদ প্রচার করতেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তার বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ ছিল যে, তিনি নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতসহ ইসলামের মৌলিক ইবাদত অস্বীকার করতেন। অনুসারীদের হজের পরিবর্তে স্থানীয় বাঁশবাগানে আসতে বলতেন, দাফনের সময় ঢাকঢোল বাজিয়ে 'হরে শামীম' ধ্বনি দিতেন এবং নিজেকে বিভিন্ন সময় আল্লাহ, নবী বা ভগবানের মতো পরিচয় দিতেন। ২০২১ সালের মে মাসে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল। সে সময় তিনি তিন মাস কারাগারে ছিলেন। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আবার একই ধরনের কর্মকাণ্ড শুরু করেন বলে স্থানীয়রা অভিযোগ করেন। ভিডিও ছড়ানোর পর এলাকায় উত্তেজনা তীব্র হয় এবং শনিবার সকালে দরবার থেকে আধা কিলোমিটার দূরে আবেদের ঘাট এলাকায় শতাধিক লোকজন জড়ো হয়ে দুপুরের দিকে দরবারে হামলা চালায়। মামলার এজাহারে উল্লেখ অনুযায়ী, দরবার থেকে প্রায় ২০ লাখ টাকার ক্ষতি হয় এবং স্টিলের আলমারি ভেঙে ১০ লক্ষ নগদ টাকা ও ৪ ভরি স্বর্ণালঙ্কার (আট লাখ আশি হাজার টাকা মূল্যের) লুট হয়।

ভিডিও বিশ্লেষণ: পুলিশ ঘটনার পর ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ভিডিও ফুটেজ ও ফেসবুক আইডি বিশ্লেষণ করে অন্তত ১৯ জনকে শনাক্ত করেছে।[15] ভিডিওতে দেখা যায়, শতাধিক লোক লোহার রড, হাঁসুয়া, দা, ছুরি, কুড়াল, বাঁশের লাঠি, কাঠের বাটাম ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে দরবারে ঢুকে প্রথমে ভাঙচুর শুরু করে।[16] পরে তারা আগুন ধরিয়ে দেয়। এ-সময় তারা 'নারায়ে তাকবির – আল্লাহু আকবার' বলে স্লোগান দিতে থাকে। একটি দল দোতলায় উঠে পীরের কক্ষের দরজা ভেঙে তাকে টেনে বের করে এবং শক্ত বস্তু ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। হামলাকারীদের অনেকে মুখ ঢেকে ছিল

---

[13] বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের বিবৃতি https://www.facebook.com/100067599906635/posts/1269720885291230/?app=fbl। মাকামের বিবৃতি https://www.facebook.com/615769186635 82/posts/1221645363388972 88/?app=fbl

[14] ১১ এপ্রিল ২০২৬, ডেইলি স্টার, কুষ্টিয়ায় দরবার শরিফে হামলা চালিয়ে 'কালান্দার বাবা'কে পিটিয়ে-কুপিয়ে হত্যা | The Daily Star https://share.google/4QTzDOoLeWjO2uMRj

[15] ১৩ই এপ্রিল ২০২৬, কুষ্টিয়ায় দরবারে হামলা ও পীর হত্যার ঘটনায় ১৯ জন শনাক্ত, অনেকেই গা ঢাকা দিয়েছেন | প্রথম আলো https://share.google/szpxdXxnksRGT3gwq

[16] হামলার ভিডিও -১ https://youtu.be/gJQwy1AnlAQ?si=qHgIt5ZMo3kMku1X। হামলার ভিডিও-২ https://www.facebook.com/share/v/1D9mYzgMqt/। হামলার ভিডিও -৩ https://www.facebook.com/reel/944928248419253/?app=fbl। হামলার ভিডিও -৪ https://www.facebook.com/reel/2047450839151120/?app=fbl। হামলার ভিডিও -৫ https://www.facebook.com/reel/1250662637218366/?app=fbl

এবং তাদের মধ্যে আশপাশের মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরাও ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, হামলাকারীরা পীরকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। তার শরীরে ধারালো অস্ত্র ও ভোঁতা বস্তুর একাধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়।

অভিযুক্ত হামলাকারী ও রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা: হামলার দুদিন পর ১৩ এপ্রিল রাতে নিহতের বড় ভাই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ফজলুর রহমান বাদী হয়ে দৌলতপুর থানায় মামলা করেন। মামলায় প্রধান আসামি করা হয় জেলা ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি ও জামায়াত নেতা খাজা আহম্মেদ (৩৮ বছর বয়সী, যিনি হুকুমের আসামি)। মামলার তিন নম্বর আসামি রাজিব দফাদার (৪৫)। ভিডিওতে তাকে পীরের ঘরের দরজা ভেঙে তাঁকে টেনে বের করে আঘাত করতে দেখা গেছে। তিনি পেশায় কাঠমিস্ত্রি ও বাবার নাম গাজী দফাদার। তিনি জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। ঘটনার দিন বিকেল পাঁচটার পর রাজিবকে তার দারোগার মোড় বাজারের কাঠের দোকানে সর্বশেষ দেখা যায়, এরপর থেকে তিনি এলাকা ছাড়া। রাজিবের দোকান সংলগ্ন এক চায়ের দোকানি নিহত শামীমকে মারার ভিডিও দেখে রাজিবকে চিহ্নিত করেন। রাজিবের দোকানের কিছুদূর পর তার বাড়ি। ঘটনার পর সপ্তাহ দুয়েক পর্যন্ত রাজিব এলাকা ছাড়া হয়েছিল।[17] তবে সর্বশেষ ১ মে বৃহস্পতিবার র‍্যাব-৫ ও র‍্যাব-১২ এর একটি যৌথ অভিযানের মাধ্যমে রাজশাহীর গোদাগাড়ী এলাকার থানা রোড থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরদিন শুক্রবার র‍্যাব-১২ কুষ্টিয়া ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুদীপ্ত সরকার তথ্যটি নিশ্চিত করেন।[18]

অন্যান্য নামীয় আসামিদের মধ্যে রয়েছেন দুই নম্বর আসামি অত্র উপজেলার হোসেনাবাদ (বিশ্বাসপাড়া) গ্রামের বাসিন্দা ও খেলাফত মজলিসের দৌলতপুর উপজেলা সভাপতি আসাদুল ইসলাম/আসাদুজ্জামান (৩৫), ৪ নম্বর আসামি হলেন ইসলামপুর (পূর্বপাড়া) গ্রামের বাসিন্দা মো. শিহাব, জোবায়ের (৩১) এবং আবেদের ঘাট এলাকার একটি মাদ্রাসার শিক্ষক সাফি।[19] পুলিশের তদন্তে ১৯ জনের মধ্যে অন্তত ১৩ জনের নাম-ঠিকানাসহ রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা নিশ্চিত হয়েছে। অজ্ঞাতনামা আসামি রাখা হয়েছে ১৮০-২০০ জন। হামলাকারীরা মূলত ফিলিপনগর, চরসাদীপুর ও ইসলামপুর এলাকার বাসিন্দা। অনেকে ঘটনার পর গা ঢাকা দিয়েছেন।

হামলায় জামায়াতে ইসলামী ও খেলাফত মজলিস উভয় দলের নেতাকর্মীদের জড়িত থাকার অভিযোগ এসেছে। পরবর্তীতে তারা সংবাদ সম্মেলন করে ‘সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ’ হিসেবে দাবি করে অভিযোগ অস্বীকার করেছে।[20] জামায়াত দাবি করেছে, এটি এলাকাবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভ এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাদের ফাঁসানো হয়েছে। তারা বিএনপি নেতাদের উপস্থিতির ভিডিও প্রচার করে।[21]

প্রশাসনিক অবস্থান: পুলিশ স্বীকার করেছে যে ঘটনাস্থলে তাদের উপস্থিতি ছিল কিন্তু সংখ্যায় কম থাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি। তারা আগাম তথ্য পেয়ে স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল এবং শান্তি বজায় রাখার আশ্বাস পেয়েছিল। মাজারে সিসিটিভি না থাকলে স্থানীয়দের কাছ থেকে সংগৃহীত ঘটনার পরের ভিডিও বিশ্লেষণ করে ১৯

---

[17] ১৩ এপ্রিল ২০২৬, প্রথম আলো, কুষ্টিয়ায় দরবারে হামলা ও পীর হত্যার ঘটনায় ১৯ জন শনাক্ত, অনেকেই গা ঢাকা দিয়েছেন https://share.google/Miff8TGFRfapoacMw

[18] কুষ্টিয়ায় পীর হত্যা: এজহার ভুক্ত আসামি জামায়াত কর্মী গ্রেপ্তার , Source: bdnews24.com https://share.google/1sFUMblf3QgYeIIqR

[19] ১৩ এপ্রিল ২০২৬, প্রথম আলো, কুষ্টিয়ায় পীরকে হত্যার ঘটনায় একজনের নাম উল্লেখ করে মামলা, অজ্ঞাতনামা আসামি ২০০ https://share.google/CluZcU2pIZyKVLXPI

[20] ১৬ এপ্রিল ২০২৬, কুষ্টিয়ায় 'পীর' হত্যার ঘটনায় আসামি প্রকাশ্যে, নেই কোনো গ্রেফতার - BBC News বাংলা https://share.google/2nQERBBChuqFvWFKf

[21] ১৬ এপ্রিল ২০২৬, বাংলা ট্রিবিউন, ‘কুষ্টিয়ায় পীর হত্যার সঙ্গে জামায়াতের নেতাকর্মীরা জড়িত নয়’ https://share.google/SF1qUBGtJDygrt9co বাংলা ট্রিবিউন, ১৬ এপ্রিল ২০২৬, জামায়াত নেতাকে আসামি করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ, এখনো কেউ গ্রেপ্তার নেই https://share.google/4jz3tt6y2VgYSNaIk

জনকে শনাক্ত করেছে, এছাড়া আরো শনাক্তকরণের কাজ চলছে।[22] প্রাথমিক পর্যায়ে মামলার কয়েকদিন পরও কোনো আসামি গ্রেপ্তার না হওয়ায় প্রশাসন সচেতন নাগরিক সমাজ দ্বারা ব্যাপক সমালোচনার শিকার হয়েছিল। ভিডিও দেখে শনাক্ত করার পর মামলার প্রায় দুই সপ্তাহ পর ২৬ মে রোববার গভীর রাতে ফিলিপনগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপ্লব হোসেন (২৬) ও আলিফ ইসলাম (২৩) নামে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। যদিও মামলার প্রাথমিক এজাহারে তাদের নাম ছিল না, তবে হত্যাকাণ্ডে সরাসরি সম্পৃক্ততা পাওয়ায় তাদের গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। পরদিন ২৭ মে সোমবার দিবাগত রাতে আলমগীর হোসেন (১৬) নামে দশম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ভিডিও ফুটেজে হামলায় অংশ নিতে দেখা যাওয়ায় তাকে ইসলামপুর গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে আটক করা হয়। সর্বশেষ ১ মে বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে রাজশাহী থেকে র‍্যাব-৫ ও র‍্যাব-১২ এর যৌথ অভিযান মারফত মামলার তিন নম্বর আসামি ও ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর সক্রিয় কর্মী রাজিব দফাদারকে গ্রেফতার করা হয়। এখন পর্যন্ত এই মামলার এজাহারভুক্ত একজন আসামি ও ভিডিও ফুটেজের ভিত্তিতে তিনজনসহ মোট চারজন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।[23]

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: নিহত শামীমের পরিবার প্রথমে মামলা করতে অনিচ্ছুক ছিল। তারা নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাপন করতে চেয়েছিল। পরে আলোচনা করে ১৩ এপ্রিল সোমবার রাত ১০টায় দৌলতপুর থানায় মামলা দায়ের করেন নিহত শামীমের বড় ভাই ফজলুর রহমান। দরবারের খাদেম জামিরন নেসা জানিয়েছেন, শেষ মুহূর্তেও শামীম আলোচনা করতে চেয়েছিলেন এবং হামলাকারীদের থামতে বলেছিলেন। পরিবার শামীমের লাশ পূর্বনির্ধারিত সমাধিস্থলে দাফনের দাবি অনুসারে দাফনকার্য সম্পন্ন করা হয়েছে।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: হামলার পর দিনদশেক দরবার ও দরবার সংলগ্ন বাঁশবাগান পুলিশি পাহারায় ছিল। তবে বর্তমানে হামলার দুমাস পরেও দরবার এলাকা থমথমে ও পুলিশের বিশেষ নজরদারিতে রয়েছে। ভাঙচুরের চিহ্ন স্পষ্ট। ভক্ত-অনুসারীরা মাজার প্রাঙ্গণে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করে বিচারের দাবি জানিয়েছেন। এছাড়া ঢাকা-চট্টগ্রাম-কুমিল্লাসহ সারা দেশের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে হামলা ও পীর হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন হয়েছিল। অন্যদিকে জামায়াত নিয়মিত বিক্ষোভ করে মামলা প্রত্যাহারের দাবি তুলেছে। এই মামলায় রাজনৈতিক চাপ ও প্রভাবের অভিযোগ উঠেছে। এলাকায় উত্তেজনা থাকলেও বড় ধরনের নতুন উত্তেজনা বা হামলার খবর নেই। তদন্ত ও বাকী আসামিদের গ্রেফতার করার প্রক্রিয়া চলছে এবং আশানুরূপ ফল পাওয়া না গেলেও এখনো আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলছে পুলিশ।[24]

---

[22] ১৬ এপ্রিল ২০২৬, কুষ্টিয়ায় পীর শামীম হত্যায় ২০০ জনকে আসামি করে পরিবারের মামলা https://share.google/yxC31gPhdnAmFCERf

[23] ৩ মে ২০২৬, দ্য সুফি টাইমস, কুষ্টিয়ায় মাজারে হামলা করে পীর হত্যার ঘটনায় অদ্যাবধি গ্রেফতার হয়েছে মোট ৪ জন https://thesufitimes.com/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2-2/?fbclid=IwT01FWAR9DQFleHRuA2FlbQIxMABzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR7LOHqPeZBQqOMxRCtiCo3PIxePHhZL7uYgYmn0slHVEQ35FU99JUfsjXUKqw_aem_r5An01ZXXQSEiOmznWIE2A

[24] কুষ্টিয়ার পীর হত্যা মামলার ভবিষ্যৎ নিয়ে শংকা https://share.google/3SSjI3xEjYHjjk02c।

৩. শাহ আলী বাগদাদী (রহ.) মাজার

(১৪ই মে ২০২৬, বৃহস্পতিবার রাতে, রাজধানী ঢাকার মিরপুর-১ নম্বর সেকশন)

চিত্র-১ হযরত সৈয়দ শাহ আলী বাগদাদী (রহ)-এর মাজার। (উইকিপিডিয়া) চিত্র-২: হামলার ছবি। (সংগৃহীত)

চিত্র-৩ ও ৪: হামলার ছবি। (সংগৃহীত) যেখানে লাঠি দিয়ে মাজারে অবস্থিত ভক্তবৃন্দদের পিটাতে দেখা যায়।

সার্বিক চিত্র: রাজধানী ঢাকার মিরপুর-১ নম্বর সেকশনে অবস্থিত কয়েকশ বছরের ঐতিহাসিক হযরত সৈয়দ শাহ আলী বাগদাদী (ইন্তেকাল ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দ)-এর মাজারে ১৪ই মে ২০২৬, বৃহস্পতিবার রাতে একটি ন্যক্কারজনক হামলার ঘটনা ঘটে। মামলার এজাহার অনুসারে, রাত সাড়ে ১১টা থেকে ১টার মধ্যে ১০০ থেকে ১৫০ জনের একটি দল সার্জিক্যাল মাস্ক পরা অবস্থায় লাঠিসোঁটা নিয়ে মাজার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে। তারা মাজারে জিয়ারত ও মানত করতে আসা সাধারণ ভক্তদের, বিশেষ করে নারী ভক্তদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়, লাঠিপেটা করে এবং মাজারের পবিত্র বস্তুসামগ্রী ভাঙচুর করে।[25]

হামলাকারীরা শিরনির ডেগের লাল কাপড় ছিঁড়ে ফেলে, মোমবাতি জ্বালানোর প্লেট ভাঙে, চুলা-পাতিলসহ আসবাবপত্র ক্ষতিগ্রস্ত করে, মামলার বাদীর ছয় হাজার (৬,০০০) টাকা ছিনতাই এবং ভক্তদের কাছ থেকে নগদ টাকা (প্রায় ৯০

[25] রাজধানীর শাহ আলী মাজারে হামলা: ৩ আসামি দুই দিনের রিমান্ডে | The Business Standard https://share.google/jX8r4DzGtDVvTVgZq। ইত্তেফাক, ১৬ মে ২০২৬, https://pulse.ly/g7umtyunqk। Daily stars, Slow reads, 18 may, 2026, https://www.thedailystar.net/opinion/editorial/news/govt-must-protect-sufi-shrines-4177101। এই সময়, ১৭ মে ২০২৬, https://eisamay.com/bangladesh-news/allegation-of-attack-in-shah-ali-majar-in-dhaka-on-thursday/200501293.cms

হাজার টাকা) ছিনিয়ে নেয় বলে অভিযোগ উঠেছে।[26] ঘটনায় অন্তত একজন নারী ভক্তসহ কয়েকজন আহত হন। হামলার সময় হামলাকারীরা মুখে মাস্ক বা মুখোশ পরা ছিল এবং "তৌহিদী জনতা"র ব্যানার ব্যবহার করা হয়। এই ঘটনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মারফত ছড়িয়ে পড়লে সারাদেশে ব্যাপক ক্ষোভ ও প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। হামলার রাত থেকে শুরু করে দিনগুলোতে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মী, ইসলামী ও সুফিবাদী সংগঠনসমূহ, বুদ্ধিজীবী ও সচেতন নাগরিক সমাজ হামলা প্রতিবাদে মাজার প্রাঙ্গণ, জাতীয় প্রেসক্লাব, রাজু ভাস্কর্য প্রাঙ্গণ ও সারাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে। মাজারের এক নারী ভক্ত ও হামলায় আহত রেশমী বেগম (৪০) নয়জনকে আসামী করে মিরপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করলে হামলার দুইদিন পর (১৬ মে) পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেন এবং আদালত তাদের দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।[27] হামলার পর মাজার এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করে এবং পুলিশ বিশেষ নজরদারি বাড়ায়।

হামলার মূল কারণ: ঘটনার পেছনে একাধিক কারণ জড়িত বলে বিভিন্ন সূত্রে উঠে এসেছে। প্রথমত, স্থানীয় (ঢাকা ১৪ আসন) জামায়াত এমপি ব্যারিস্টার মীর আহমদ বিন কাসেম (ব্যারিস্টার আরমান) প্রথমে বলছেন যে, মাজারের আশপাশে গাঁজা সেবনসহ মাদকের আসর চলছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগের ভিত্তিতে স্থানীয় পুলিশের নেতৃত্বে এটি মাদকবিরোধী অভিযান হিসেবে পরিচালিত হয়েছে। তিনি একে পুলিশের "সাদা পোশাকের অভিযান" বলে বর্ণনা করেছেন এবং সারাদেশে চলমান মাদকবিরোধী নির্দেশনার অংশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[28] কিন্তু এমপির এই বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করে ঢাকা মহানগর মিরপুর বিভাগের পুলিশ উপকমিশনার মোস্তাক আহমেদসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা জানান, সেদিন পুলিশ শাহ আলী বাগদাদীর মাজারে কোনো প্রকার অভিযান পরিচালনা করেননি; এমপি মহোদয়ের সঙ্গে বৃহস্পতিবার বা শুক্রবার পুলিশ উপকমিশনারের কোনো প্রকার যোগাযোগ হয়নি।[29] শাহ আলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি জাহাঙ্গীর আলম ও আহত-প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা অনুসারে, উক্ত হামলার সাথে জামায়াতে ইসলামীর প্রাথমিক সম্পর্ক রয়েছে এবং মামলার আসামি হামলায় জড়িতদের মধ্যে কয়েকজন জামায়াতের নেতাকর্মী হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ধর্মীয়-মতাদর্শগত দ্বন্দ্বকে অনেক বিশ্লেষকগণ প্রধান কারণ মনে করেন। হামলাকারীরা মাজারে শিরক, বিদআত, গান-বাজনা ও অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করেছে বলে দাবি করা হয়। আহত, ভক্তবৃন্দ, মিডিয়া ও পুলিশ সকলে হামলাকারী হিসেবে জামায়াতে ইসলামী ও তৌহিদী জনতাকেই চিহ্নিত করেছেন। অন্যদিকে সুফি নেতৃবৃন্দ বলছেন, অলি-আউলিয়ার মাজারে হামলা করে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা হয়েছে এবং এটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির

---

[26] দ্য সুফি টাইমস, ১৭মে ২০২৬, https://thesufitimes.com/%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B9-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE/। Icon যুগান্তর, ১৬মে ২০২৬, শাহ আলীর মাজারে ভক্তদের ওপর হামলা https://share.google/JmYQPVmC5dyqfwb8D।

[27] প্রবা প্রতিবেদক, ১৭মে ২০২৬, শাহ আলী মাজারে হামলা ঘটনায় ৩ জন রিমান্ডে https://share.google/xeq4CwvGxih5DJ37q। দেশ রূপান্তর, ১৭মে ২০২৬, মিরপুরে শাহ আলী মাজারে হামলার ঘটনায় তিনজন গ্রেপ্তার https://share.google/6eJA34Nnz2H6nk1iP। দেশ রূপান্তর, ১৭মে ২০২৬, শাহ আলীর মাজারে হামলা: ভিডিও দেখে গ্রেপ্তার ৩ https://share.google/5FtZczqrZ9an50i4D

[28] দ্য সুফি টাইমস, ১৫মে ২০২৬, https://thesufitimes.com/%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B9-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B9/

[29] সমকাল, ১৬মে ২০২৬, শাহ আলী মাজারে হামলা, অভিযোগ জামায়াত নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে https://share.google/2ZYzmeAE6EtKwujdU

জন্য হুমকি। হামলাকারীদের থেকে উপস্থিত ভক্তবৃন্দরা বেশি হওয়া সত্ত্বেও পাল্টা আঘাত না করে ধৈর্য ও সম্প্রীতির প্রমাণ দিয়েছেন।

তৃতীয়ত ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে উঠে এসেছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যের লড়াই। মাজারের বিশাল সম্পত্তি—প্রায় ৩২.১৪ একর (৯৭.৪০ বিঘা) জমির মধ্যে ৭৫ বিঘা ওয়াকফ সম্পত্তি—যা হাজার কোটি টাকার সম্পদ। এসব সম্পত্তির মধ্যে মাজারের দখলে রয়েছে মাত্র ৫.৭৬ একর জমি। মাজারের সম্পত্তিতে গড়ে উঠা কাঁচামালের আড়ত, দোকানপাট, চাঁদাবাজি ও মাজার কমিটির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে। ২০২২ সালে এ নিয়ে আদালতে রিটও হয়েছিল। অনেক বিশ্লেষক মনে করেন, মাদক অভিযানের অজুহাত ব্যবহার করে প্রকৃতপক্ষে মাজার ও এর আশপাশের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ নিজেদের দখলে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।[30]

ভিডিও বিশ্লেষণ: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একাধিক স্থিরচিত্র[31] ও ভিডিওতে ঘটনার বেশ লোমহর্ষক চিত্র দেখা যায়। ভিডিওতে দেখা যায়, লাঠিসোঁটা হাতে একদল যুবক 'লিল্লাহি তাকবির - আল্লাহু আকবার' 'ভন্ডদের আস্তানা জ্বালিয়ে দাও গুড়িয়ে দাও' 'মদ-গাঁজার আখড়া, জ্বালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও' স্লোগান দিতে দিতে মাজার প্রাঙ্গণে ঢুকে নারী-পুরুষ ভক্তদের এলোপাতাড়ি মারধর করছে।[32] ভক্তরা আতঙ্কে দিকবিদিক ছোটাছুটি করছেন এবং মাজারের ভেতরের আসবাবপত্র ভাঙচুর করা হচ্ছে। হামলাকারীদের অধিকাংশই মুখে মাস্ক পরিহিত ছিল এবং তাদের কেউ কেউ পরনে মাস্ক-টুপি-পাঞ্জাবি-পায়জামা[33] আবার কারো পরনে শার্ট-প্যান্ট, মাথায় হেলমেট ও মুখে মাস্ক। ভিডিও ফুটেজ বিশ্লেষণ করে পুলিশ সরাসরি হামলায় অংশ নেয়া তিনজনকে শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন এবং গ্রেফতার করেছেন। ভিডিওতে হামলাকারীদের সংখ্যা, তাদের আচরণ এবং মাজারের পবিত্রতা নষ্টের চেষ্টা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে, যা পরবর্তীতে মামলার গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

অভিযুক্ত হামলাকারী: হামলায় জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ জামায়াতে ইসলামী ও তার সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। মামলার বাদী রেশমি বেগমসহ ভক্তরা এজাহারে স্পষ্টভাবে জামায়াত কর্মীদের উল্লেখ করেছেন। পুলিশও গ্রেপ্তারকৃতদের প্রাথমিকভাবে জামায়াত নেতা-কর্মী বলে জানিয়েছে। বাদী রেশমী বেগম একজন নারী ভক্ত হিসেবে দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে শাহ আলী মাজারে যাতায়াত করতেন এবং হামলার একজন আহত ও প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী ছিলেন। **গ্রেপ্তার তিনজন হলেন**— মামলার এজাহারভুক্ত ৬ নম্বর আসামি শেখ মো. সাজ্জাদুল হক রাসেল (৩৮), ৫ নম্বর আসামি মো. আজম (৪০) এবং তদন্তে পাওয়া আসামি মো. আরমান দেওয়ান (২৯)। মামলায় এজাহারনামীয় ৯ জন আসামির মধ্যে আরও রয়েছেন মো. আলী আকবর (৪৮), মো. বাপ্পা (৩৫), মো. বাবু (৪৫), মো. কাউসার (২৬), কাজী জহির (৫২), মো. মিজান (৩৮) ও কাজী পনির (৫০)সহ অজ্ঞাত ১০০-১৫০ জন।[34] তবে জামায়াতে ইসলামীর

---

[30] বাংলা ট্রিবিউন, ১৮ই মে ২০২৬ | শাহ আলী মাজারে হামলা: ধর্মীয় বিরোধ নাকি সম্পদের লড়াই https://share.google/DQAPiNoBl0C8LReCX

[31] স্থিরচিত্রসমূহ -১ https://www.facebook.com/share/p/18HVvjmqFY/। স্থিরচিত্র সমূহ-২ https://www.facebook.com/100075846137135/posts/986004647। স্থিরচিত্র -৩ https://www.facebook.com/share/p/1EQZHnoH5W/। স্থিরচিত্র -৩ https://www.facebook.com/share/p/1EUCoSaEP2/।

[32] হামলার ভিডিও-১, https://www.facebook.com/share/v/1JTFRQkQRy/। হামলার ভিডিও -২ https://www.facebook.com/share/v/1BimPzrFwK/। হামলার ভিডিও -৩ https://www.facebook.com/reel/850620091443633/?app=fbl। হামলার ভিডিও -৪, https://www.facebook.com/reel/1743588183678076/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v। হামলার ভিডিও -৫ https://www.facebook.com/share/v/1EAhERwVah/। হামলার ভিডিও -৬, https://www.facebook.com/share/v/17cCZn4tzK/।

[33] প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য ও বরণনা অনুসারে, https://www.facebook.com/reel/1406294424598275/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v

[34] ডেইলি স্টার বাংলা, ১৭ মে ২০২৬, https://share.google/ZNMAKaxQx4yx0pdfd। জাগো নিউজ, ১৭ মে ২০২৬, https://www.jagonews24.com/national/news/1119811

বিভিন্ন ইউনিটের বিবৃতি ও সংবাদ সম্মেলন মারফত পুরোপুরি অভিযোগ অস্বীকার করে একে উদ্দেশ্য প্রণোদিত অপপ্রচার বলে দাবি করেছে।[35]

প্রশাসনিক অবস্থান: হামলা চলাকালীন সময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলেও প্রশাসনের অবস্থান নিষ্ক্রিয় ও অকার্যকর ছিল। ঘটনার সময় খবর পেয়ে মাজারের বাইরে চারটি গাড়ি নিয়ে পুলিশ অবস্থান করলেও তারা ভেতরে প্রবেশ করেননি।[36] তবে পরবর্তীতে রেশমী বেগম মামলা দায়ের করলে ঘটনার ভিডিও, স্থিরচিত্র ও বিবাদীদের জড়িত থাকার অভিযোগ তদন্ত করে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে দুই দিনের রিমান্ডে নিয়েছেন। ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুর রহমানের আদালত ১৭ মে এই রিমান্ড মঞ্জুর করেন। বর্তমানে মামলাটি তদন্তাধীন রয়েছে এবং বাকি আসামিদের গ্রেফতার অভিযান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ১৫ই মে ঘটনার পরদিন সকালে স্থানীয় এমপি ঘটনাকে মাদকবিরোধী অভিযান হিসেবে বৈধতা দিলেও পুলিশের কিছু কর্মকর্তা অভিযানের বিষয়টি নাকচ করে দিয়ে জামায়াত-শিবিরের সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেছেন। পরবর্তীতে ১৭ই মে এমপি ব্যারিস্টার আরমান ধর্মীয় স্থাপনা মাজারে হামলার তীব্র নিন্দা জানান।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে সরাসরি বিস্তারিত বিবৃতি কম পাওয়া গেলেও সুফি নেতৃবৃন্দ ও ভক্তরা বলছেন, মাজারের পবিত্রতা রক্ষা করা তাদের দায়িত্ব। তারা স্বীকার করেছেন যে, মাজারের আশপাশে মাদকের আসর বসানো অনৈতিক এবং এটি বন্ধ করতে প্রশাসনের সহায়তা প্রয়োজন। তবে আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে হামলা চালানো কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে তারা জোর দিয়ে বলেছেন। সুফি সমাজ মাজারকে মাদকমুক্ত রাখার পাশাপাশি ভক্তদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে। মাজারের সাধু-গুরু-ভক্তকুল হামলার পর প্রায় সপ্তাহখানেক ব্যাপী মাজার প্রাঙ্গনে বিক্ষোভ সমাবেশ ও গণঅবস্থান কর্মসূচি পালন করেছিলেন।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: বর্তমানে মাজার এলাকায় স্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। হামলার পাঁচদিন পর ১৯ই মে থেকে ২১ই মে (মঙ্গল-বৃহস্পতিবার) পুনরায় তিনদিনব্যাপী ওরস কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। পূর্বের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি মানুষ, ভক্তবৃন্দের উপস্থিতিতে সুষ্ঠুভাবে ওরস সম্পন্ন হয়েছে। মাজারটি পুলিশদের বিশেষ নজরদারিতে রয়েছে এবং অন্যান্য আসামীদের গ্রেপ্তার অভিযান চলছে। মামলার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট, খেলাফত আন্দোলন, ইসলামী ঐক্যজোট, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামসহ বিভিন্ন ইসলামী দল জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন এবং সাধু-গুরু-ভক্ত ও ওলি আউলিয়া আশেকান পরিষদ ও ভাববৈঠকী মাজার প্রাঙ্গণে "গণঅবস্থান ও ভাবগানের আসর" আয়োজন করে হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে।[37] তারা বলছেন, মব সন্ত্রাসের রাজত্ব আর চলতে দেওয়া যাবে না। সুফি সমাজও মাজারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

---

[35] প্রথম আলো, ১৫ মে ২০২৬, আক্রান্ত শাহ আলীর মাজার, হামলার অভিযোগ অস্বীকার জামায়াতের https://share.google/lUHUU9yUXbK6WJdIR। প্রথম আলো, ১৫ মে ২০২৬, আক্রান্ত শাহ আলীর মাজার, হামলার অভিযোগ অস্বীকার জামায়াতের https://share.google/dKJE7lRbyLtJPkTt4।

[36] প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর বর্ণনা অনুসারে, https://www.facebook.com/share/r/1BJs1Q3Hcm/

[37] Daily Inqilab, ১৭ মে ২০২৬, হযরত শাহ আলী (রহ.) মাজারে হামলায় জামায়াত জড়িত : বিভিন্ন ইসলামী দলে প্রতিবাদের ঝড় https://share.google/LiagjxdZqrvjwQQOR। দৈনিক ইনকিলাব, ১৬ই মে ২০২৬, হযরত শাহ আলী (রহ.) মাজারে হামলায় জামায়াত জড়িত: সমাবেশে ইসলামী ফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ https://share.google/xy8B1gBD4s5x5wnY6। শাহ আলী বাগদাদী (রহ.) এর মাজারে হামলাকারীদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনুন :পীর সাহেব ছারছীনা https://share.google/gv1Tnu0SHMZ3taEmI। মাজার প্রাঙ্গনে বিক্ষোভ সমাবেশ, https://www.facebook.com/share/p/1Gj8GQCafb/। রাঙামাটিতে মানববন্ধন, https://www.facebook.com/share/v/1E2DyQ4FPY/। মাকামের বিবৃতি, ১৬ মে ২০২৬, https://www.facebook.com/share/p/14coq118CKj/।

৪. হযরত শাহ রউফ (রা.) দরগাহ শরীফ (দুই দফায় প্রধান খাদেমকে মারধর)

প্রথমে ৯ মে ২০২৬, শনিবার সন্ধ্যায় ও পরবর্তীতে ১৫ মে ২০২৬ শুক্রবার সকাল ১১টার দিকে, কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলায়)

চিত্র ১-৩: খাদেমের ছবি ও মাজারের ছবি (টিবিএস থেকে সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলায় হযরত শাহ রউফ (রা.) দরগাহ শরীফের খাদেম কামাল হোসেন (৪০) এর ওপর পরপর দুটি গুরুতর ঘটনা ঘটেছে। প্রথমে গত ৯ মে ২০২৬, শনিবার সন্ধ্যায় দরগাহ শরীফের ভিতরেই হত্যার উদ্দেশ্যে তার ওপর অতর্কিত হামলা চালানো হয়। হামলায় তিনি গুরুতর আহত হন। তাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসা তার বোন রিতা খাতুন (৩৫)কেও মারধর করা হয় এবং তার গলায় থাকা প্রায় ৮ আনা ওজনের স্বর্ণের হার ছিনিয়ে নেয়া হয়। স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় আহত দুজনকে দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।[38] এ ঘটনার কয়েকদিন পর, ১৫ মে ২০২৬ শুক্রবার সকাল ১১টার দিকে পদ্মা নদীর চর থেকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় কামাল হোসেনকে উদ্ধার করে পুলিশ।[39] ফিলিপনগর ইউনিয়নের আবেদের ঘাটের কাছে মানিকের চর এলাকায় বালুর মধ্যে তাকে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন। উদ্ধারের সময় তার পায়ে গুরুতর আঘাতের চিহ্ন ছিল। তিনি বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

---

[38] ১০ মে ২০২৬, ডেইলি নিউজ বাংলা, দৌলতপুরে দরবার শরীফের খাদেমের ওপর হামলা https://share.google/AIMMcYni3snOAHIpA। ১০ মে ২০২৬, কুষ্টিয়ায় দরবার শরীফের খাদেমের ওপর হামলা, থানায় অভিযোগ | The Business Standard https://share.google/aRJFm22SA3gJ6reHX। ১০ মে ২০২৬, কুষ্টিয়ায় দরবার শরিফের খাদেমের ওপর হামলা | গ্রাম-বাংলা | Global News https://share.google/eQUHZLwdVkEd5LZSU। ১১ মে ২০২৬, জাগো নিউজ ২৪, কুষ্টিয়ায় এবার মাজারের খাদেমের ওপর হামলা https://share.google/Q8VujDP2S7WmgnVlQ। ১১ মে ২০২৬, আন্দোলন বাজার, দৌলতপুরে দরবার শরীফের খাদেমের ওপর হামলা : খাদেমসহ আহত-২ – Andoloner Bazar https://share.google/m7l0EppXl5IB2ZRTv। ১১ মে ২০২৬, এবার মাজারের খাদেমের ওপর হামলা - The Droho https://share.google/dbhSL1YZeSaixvw0z

[39] ১৬ মে ২০২৬, আমার জনতা ডট কম, কুষ্টিয়ায় এবার মাজারের খাদেমের ওপর হামলা https://share.google/Q8VujDP2S7WmgnVlQ। ১৫ মে ২০২৬, আপডেট কুষ্টিয়া, https://www.facebook.com/share/1BUvUs1ffp/।

কামাল হোসেন উপজেলার মথুরাপুর দরগাতলা এলাকার শহিদুল ইসলামের ছেলে এবং গত চার বছর ধরে এই দরগাহ শরীফের খাদেম হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। প্রতিবছর বৈশাখের ২৯ ও ৩০ তারিখ এবং ১ জ্যৈষ্ঠ তিন দিনব্যাপী এখানে ওরস অনুষ্ঠিত হয় এবং ওরসকে কেন্দ্র করে বড় মেলা বসে। আসন্ন ওরসকে সামনে রেখে মেলার কমিটি গঠন, দরগাহের জমি-জমা ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ নিয়ে স্থানীয় বিরোধের জেরেই এই হামলা ও পরবর্তী অপহরণের ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, একই উপজেলায় গত ১১ এপ্রিল কোরআন অবমাননার অভিযোগে আব্দুর রহমান ওরফে শামীম নামে এক পীরকে হত্যার ঘটনাও ঘটেছিল, যা এলাকায় ধর্মীয় ও মাজারকেন্দ্রিক উত্তেজনা বৃদ্ধি করেছে।

হামলার মূল কারণ: হামলার প্রধান কারণ হিসেবে আসন্ন ওরস মোবারক ও সংশ্লিষ্ট মেলা পরিচালনার কমিটি গঠন নিয়ে সৃষ্ট বিরোধকে চিহ্নিত করা হয়েছে। দরগাহ শরীফে প্রতিবছর ওরস উপলক্ষে মেলা বসে, যেখানে বিভিন্ন ব্যবসায়িক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড হয়। মেলা কমিটির সভাপতি, সদস্য নির্বাচন, দরগাহের জমি-জমা ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে স্থানীয় দুই পক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে মতবিরোধ চলছিল।

খাদেম কামাল হোসেনের অভিযোগ অনুসারে, নবগঠিত কমিটির সঙ্গে তার অবস্থান নিয়ে বিরোধ তীব্র হয় এবং এর জের ধরে পরিকল্পিতভাবে তার ওপর হামলা চালানো হয়। হামলাকারীরা একই বংশের লোকজন বলে জানা গেছে। হামলার সময় লাঠি, বাটাম ও লোহার পাইপের মতো দেশীয় অস্ত্র ব্যবহার করায় ঘটনাটি আরও গুরুতর হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে ১৫ মে তাকে অপহরণ করে পদ্মার চরে ফেলে রাখার ঘটনা সামগ্রিক বিরোধের গভীরতা ও প্রতিশোধমূলক চরিত্র প্রকাশ করে। স্থানীয়রা মনে করেন, মাজারের খাদেম হিসেবে তার অবস্থান এবং ওরস-মেলার সঙ্গে সরাসরি যুক্ততাই তাকে টার্গেট করেছে।

ভিডিও বিশ্লেষণ: এ ঘটনায় কোনো সরাসরি ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ্যে আসেনি। হামলাটি দরগাহ শরীফের ভিতরে ঘটায় ভিডিও ধারণের সুযোগ হয়নি। তবে ১৫ মে পদ্মার চর থেকে উদ্ধারের সময় পুলিশের তোলা ছবি ও স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় কামাল হোসেনের ছবি দেখা যায়, যা ঘটনার নৃশংসতা তুলে ধরে।

অভিযুক্ত হামলাকারী: খাদেম কামাল হোসেনের দায়ের করা থানা অভিযোগ অনুসারে হামলায় সরাসরি জড়িত ছিলেন[40]:

- আমিরুল বিশ্বাস (৫৫), মৃত রহিম বক্স বিশ্বাসের ছেলে
- উকিল বিশ্বাস (৪৫), হাকিম বিশ্বাসের ছেলে
- সালাম বিশ্বাস, আমিরুল বিশ্বাসের ছেলে
- বুলবুলি খাতুন (৩৫), উকিল বিশ্বাসের স্ত্রী

তারা সকলেই স্থানীয় বাসিন্দা এবং একই বংশের সদস্য। অভিযোগে বলা হয়েছে, তারা দেশীয় অস্ত্র দিয়ে কামাল হোসেনকে বেধড়ক মারধর করেন।

প্রশাসনিক অবস্থান: দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আরিফুর রহমান জানিয়েছেন, খাদেমের লিখিত অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ১৫ মে পদ্মার চর থেকে উদ্ধারের পর পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং কামাল হোসেনকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পুলিশ অপহরণ

[40] ১২ মে ২০২৬, আলোকিত বাংলাদেশ, দৌলতপুরে এবার মাজারের খাদেমের ওপর হামলা https://share.google/Wzz37LnLEwqbrKwDt

ও হামলার সঙ্গে সম্পর্কিত সকল দিক তদন্ত করছে। এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ সতর্ক রয়েছে।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: খাদেম কামাল হোসেন নিজেই মাজারের কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিত্ব করে অভিযোগ দায়ের করেছেন। তিনি বলেন, চার বছর ধরে শান্তিপূর্ণভাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। আসন্ন ওরস ও মেলা কমিটি নিয়ে বিরোধের কারণেই তাকে টার্গেট করা হয়েছে। অন্যদিকে, নবগঠিত মেলা পরিচালনা কমিটির সভাপতি আবুল হাসেম দাবি করেছেন যে, তাদের দায়িত্ব গ্রহণের পর মাজারে কোনো খাদেম নেই এবং ঘটনাটি কামালের নিজ বংশের লোকজনের অভ্যন্তরীণ বিরোধের ফল। এতে মাজারের নিয়ন্ত্রণ, খাদেমের পদ এবং ওরস-মেলার আয়-ব্যয় নিয়ে অভ্যন্তরীণ কোন্দল স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।[41]

সর্বশেষ পরিস্থিতি: বর্তমানে কামাল হোসেন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। পুলিশ তদন্ত অব্যাহত রেখেছে এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছে। এলাকায় উত্তেজনা স্থিমিত হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা দরগাহ-মাজারকেন্দ্রিক ঐতিহ্যবাহী ওরস ও মেলা আয়োজনের নিরাপত্তা, ধর্মীয় সম্প্রীতি এবং স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। স্থানীয়রা দ্রুত বিচার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন।

[41] 11 may 2026, News Service (FNS) | News Agency and Online News Protal in Bangladesh
https://share.google/4bVbIZlOI5pPU7ZVw

৫. হাবিব শাহ দরবার শরিফ

(১৭ মার্চ ২০২৬, মঙ্গলবার। বরিশাল নগরীর বটতলা পুলিশ ফাঁড়ির সামনে)

চিত্র ১৩২: তৌহিদী জনতা নামধারী হামলাকারীরা সেখানে থাকা হারমোনিয়াম, ঢোলসহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ভাঙচুর করে। (ছবি: কালের কণ্ঠ)

চিত্র ৩: দরবারকে তালাবদ্ধ করা হচ্ছে। (ছবি:আমাদের বরিশাল)

সার্বিক চিত্র: ১৭ মার্চ ২০২৬, মঙ্গলবার। বরিশাল নগরীর বটতলা পুলিশ ফাঁড়ির একেবারে সামনে অবস্থিত হাবিব শাহের দরবার শরিফে হামলা ও ব্যাপক ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। দরবারের প্রতিষ্ঠাতা হাবিবুর রহমান ওরফে হাবিব শাহ (বয়স ৯০) ভোরে মৃত্যুবরণ করেন। তার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী ভক্তরা খানকার তথা দরবারের ভিতরে কবর দেওয়ার উদ্যোগ নিলে স্থানীয় একদল লোক তাতে বাধা দেয়। দুপুর ২টার দিকে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। হামলাকারীরা কবরের জন্য রাখা বাঁশ, অন্যান্য অনুষঙ্গ তছনছ করে, হারমোনিয়াম, ঢোলসহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ভাঙচুর করে এবং খানকায় তালা মেরে বন্ধ করে দেয়।[42]

দরবারটি প্রায় ৩৮ বছর ধরে চলে আসছিল। এখানে নিয়মিত ধর্মীয় আয়োজনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (গান-বাজনা) হতো। হাবিব শাহের ভাই খলিলুর রহমান দরবারেই থাকতেন। হামলার পর মরদেহ কীর্তনখোলা তীরের চরকাউয়ার এআর খান এলাকায় দাফন করা হয়। ঘটনাস্থল পুলিশ ফাঁড়ির সামনে হওয়া সত্ত্বেও পুলিশের কোনো কার্যকর হস্তক্ষেপ দেখা যায়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) ঘটনাটিকে 'মব সন্ত্রাস' আখ্যা দিয়ে

[42] ১৮ মার্চ ২০২৬, বাহান্ন নিউজ, পুলিশ ফাঁড়ির সামনের দরবারে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর || Bahanno News https://share.google/DBVEI5DvOYJfBX7ifI ১৮ মার্চ ২০২৬, আমাদের বরিশাল, বরিশালের বটতলায় মব সন্ত্রাসের নিন্দা জানাল বাসদ, এগিয়ে আসেনি আর কোন রাজনৈতিক সংগঠন https://share.google/TB5qSI43fMz1t50Cn

তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। বাসদের বরিশাল জেলা শাখার সমন্বয়ক ডা. মনীষা চক্রবর্তী এক বিবৃতিতে দায়ীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও আইনের আওতায় আনার দাবি জানান।[43]

হামলার মূল কারণ: হামলার প্রধান কারণ ছিল "খানকার ভিতরে কবর দেয়া এবং পরবর্তীতে মাজার প্রতিষ্ঠার আশঙ্কা"। স্থানীয় মসজিদ-মাদ্রাসা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও মুসল্লিরা অভিযোগ করেন যে, হাবিব শাহকে "পাগল" ও "ভণ্ড" আখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে— এখানে কবর দিলে মাজার হয়ে যাবে, কবর পূজা শুরু হবে, শিরকের প্রসার ঘটবে এবং আশেপাশের মসজিদ-মাদ্রাসার ধর্মীয় পরিবেশ নষ্ট হবে। অভিযোগ রয়েছে, দরবারকে ঘিরে অবৈধ দখল, মাদকের আখড়া, অনৈতিক কাজ এবং গান-বাজনার কেন্দ্র হিসেবে চলছিল। ভক্তরা শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে চাইলে স্থানীয়রা বাধা দেয় এবং উত্তেজনা ছড়িয়ে হামলায় রূপ নেয়। এটি ধর্মীয় বিশ্বাসের সংঘাত (সুফি/দরবারী ঐতিহ্য বনাম কট্টর তৌহিদবাদী দৃষ্টিভঙ্গি) হিসেবেও দেখা হচ্ছে।

ভিডিও বিশ্লেষণ: ফেসবুকে প্রকাশিত ভিডিওতে (যেমন Amader Barisal পেজে) স্থানীয় মসজিদ-মাদ্রাসা সংশ্লিষ্ট একজন বক্তাকে হাবিব শাহের বিরুদ্ধে প্রচারণা করতে দেখা যায়। তিনি বলেন, হাবিব শাহকে পাগল বলে অভিহিত করে গোপনে কবর দেয়ার চেষ্টা হয়েছে। নামাজের পর মুসল্লি ও মাদ্রাসা ছাত্ররা জড়ো হয়ে বাধা দেয়। ভিডিওতে সরাসরি ভাঙচুরের দৃশ্য না থাকলেও ঘটনার পরবর্তী উত্তেজনা, বক্তব্য ও পরিবেশ ধরা পড়েছে। এছাড়া একটি ভিডিওতে দরবারের অভ্যন্তরে কবর খননের চেষ্টা করছে এমন দৃশ্য দেখা যায়। ভক্তদের দাবি অনুযায়ী বাদ্যযন্ত্র ভাঙচুর ও তালা মারার ঘটনা নিশ্চিত। ভিডিওতে স্থানীয়দের মধ্যে "মাজার হতে দেওয়া হবে না"— এমন স্লোগান ও উত্তেজনা স্পষ্ট।[44]

অভিযুক্ত হামলাকারী: "তৌহিদী জনতা" নামধারী স্থানীয় উচ্ছৃঙ্খল গোষ্ঠী, আশেপাশের মসজিদ-মাদ্রাসার মুসল্লি, ছাত্র ও কমিটির সদস্যরা। তারা নিজেদের ধর্মীয় অনুভূতি রক্ষার নামে হামলা চালিয়েছে বলে দাবি করেছে। নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির নাম সংবাদে প্রকাশিত হয়নি। এ ধরনের "তৌহিদী জনতা" নামে হামলা ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে মাজার-দরবারে দেখা গেছে।

প্রশাসনিক অবস্থান: পুলিশ ফাঁড়ির সামনে ঘটনা ঘটলেও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে *বাসদ*সহ স্থানীয়রা অভিযোগ করেছে। এতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও দায়ীদের গ্রেপ্তারের দাবি জোরালো হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: হাবিব শাহের ভক্ত, অনুসারী ও দরবার কর্তৃপক্ষ (হাবিবের ভাই খলিলুর রহমানসহ) শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী খানকায় দাফন করতে চেয়েছিলেন। হামলার কারণে বাধ্য হয়ে অন্যত্র তথা চরকাউয়া এলাকায় দাফন করতে হয়। তারা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আয়োজন চালিয়ে আসছিলেন এবং হামলার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: দরবারে তালা মারা হয়েছে। হাবিব শাহকে খানকায় দাফন করা সম্ভব হয়নি। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। এখন পর্যন্ত কোনো গ্রেপ্তার বা আনুষ্ঠানিক তদন্তের অগ্রগতির তথ্য প্রকাশিত হয়নি। *বাসদ*সহ বিভিন্ন মহল থেকে নিন্দা ও বিচারের দাবি অব্যাহত রয়েছে।

---

[43] ১৮ মার্চ ২০২৬, কালের কণ্ঠ, পুলিশ ফাঁড়ির সামনেই দরবার শরিফে হামলা : বাসদের নিন্দা | কালের কণ্ঠ https://share.google/X8sAIUhRziF9CEWj4। আলোকিত স্বদেশ, https://www.facebook.com/share/1AhFmFF4Z2/।

[44] হামলার ভিডিও-১ Source: Facebook https://share.google/2B4avTZCq0BWYqHPM। হামলার ভিডিও -২ https://www.facebook.com/share/r/18WrvYHuNM/

৬. হযরত লাল মিয়া শাহ (রহ.) মাজার (ঘৃণ্য অবমাননা ও অপবিত্রকরণ)

(১৪ জানুয়ারী ২০২৬ সাল, বুধবার, চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার উরকিরচর গ্রামে)

সার্বিক চিত্র: ১৪ জানুয়ারী ২০২৬ সাল, বুধবার চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার উরকিরচর গ্রামে প্রসিদ্ধ অলিয়ে কামেল হযরত লাল মিয়া শাহ (রহ.)-এর মাজার শরীফে একটি অত্যন্ত নিন্দনীয় ও ঘৃণ্য ঘটনা ঘটেছে। মাজারের ভিতরে পবিত্র কুরআন শরীফের পাশে জুতা ফেলে রাখা হয় এবং গরুর মল (গোবর) ও পায়খানা জাতীয় আবর্জনা নিক্ষেপ করা হয়।[45] এ ঘটনায় এলাকাজুড়ে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সুন্নি মুসলিম সমাজ এটিকে বড় ধরনের বেয়াদবি ও ধর্মীয় অবমাননা হিসেবে দেখছে। ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, এবং চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় সুন্নিভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো মানববন্ধন ও কর্মসূচি পালন করেন।[46]

হামলার মূল কারণ: প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, এটি একটি পূর্বপরিকল্পিত ঘৃণ্য হামলা ও অবমাননা। কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত বিরোধের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। তবে বক্তারা এটিকে সুন্নি মুসলমানদের ঈমানী চেতনার বাতিঘরে সরাসরি আঘাত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ ধরনের কাজ সামাজিক অস্থিরতা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট বলে স্থানীয়রা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

ভিডিও বিশ্লেষণ: ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া সামান্য কিছু ছবি ও পোস্টে মাজারের ভিতরে পবিত্র কুরআন শরীফের পাশে জুতা এবং গরুর মল ফেলে রাখার দৃশ্য দেখা যায়।[47] এতে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের প্রতিফলন ঘটেছে। ভিডিও/ছবিতে মাজারের অভ্যন্তরীণ অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে, যা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে।

অভিযুক্ত হামলাকারী: ঘটনার সাথে জড়িত কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নাম এখনো প্রকাশ্যে আসেনি। প্রতিবাদকারীরা অজ্ঞাত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন। নিরাপরাধ কোনো ব্যক্তি যেন এর জন্য দায়ী না হয় সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বানও জানানো হয়েছে।

প্রশাসনিক অবস্থান: প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি বা গ্রেপ্তারের তথ্য পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের নেতারা আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার না করলে রাউজানে বৃহত্তর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন বটে তবে তার কোনো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এখনো পর্যন্ত দেখা যায়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার কর্তৃপক্ষের সরাসরি কোনো বিবৃতি প্রকাশিত হয়নি। তবে স্থানীয় সুন্নি জনতা ও ইসলামী ফ্রন্টের নেতারা মাজারকে ঈমানী কেন্দ্র হিসেবে রক্ষার দাবি জানিয়েছেন।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: ঘটনার পর রাউজান পাহাড়তলী চত্বরে বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট রাউজান উপজেলা (দক্ষিণ) এর উদ্যোগে সহস্রাধিক জনতার উপস্থিতিতে বিশাল মানববন্ধন, প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে মাজারে হামলাকারীদের গ্রেপ্তার ও ফটিকছড়িতে একটি মাদ্রাসায় হামলার প্রতিবাদও করা হয়। বিক্ষোভ মিছিল কাপ্তাই রোডে পাহাড়তলী সড়ক প্রদক্ষিণ করে শেষ হয়।

---

[45] চট্টগ্রামের রাউজান উরকিরচরে লাল মিয়া শাহ মাজারে পবিত্র কুরআন শরীফের পাশে জুতা ও গরুর মল, এলাকাজুড়ে তীব্র ক্ষোভ https://www.facebook.com/share/p/1CQpG1amws/

[46] ইসলামী ফ্রন্টের মানববন্ধন https://www.facebook.com/share/p/18oLEf6eE4/ প্রতিবাদমূলক পোস্ট: https://www.facebook.com/share/p/1CQpG1amws/

[47] ভিডিও :- https://www.facebook.com/share/v/1DzzGdjyBS/

হামলার চেষ্টা / ওরস পালনে বাধা/ হামলার গুজব এমন ঘটনাসমূহ

৭. হাইকোর্ট মাজার/শাহ খাজা শরফুদ্দিন চিশতী (র.)-এর মাজার-এ পুলিশি বাধা

(৯ জানুয়ারি ২০২৬, শুক্রবার সন্ধ্যা, রাজধানীর হাইকোর্ট সংলগ্ন)

চিত্র: প্রথম ছবিতে মাজার কমপ্লেক্সের ছবি ও দ্বিতীয় ছবিতে ভক্তদের ফুটপাথে অবস্থান করতে দেখা যাচ্ছে। (ছবি: সংগৃহীত।)

সার্বিক চিত্র: ৯ জানুয়ারি ২০২৬, শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে রাজধানীর হাইকোর্ট সংলগ্ন শাহ খাজা শরফুদ্দিন চিশতী (র.)-এর ঐতিহ্যবাহী মাজারে বার্ষিক ওরস কর্মসূচিতে পুলিশের বাধার ঘটনা ঘটে।[48] এই মাজারটি প্রায় ৭০০ বছরের পুরনো সুফি ঐতিহ্যের প্রতীক। জনশ্রুতি অনুসারে, মোগল সম্রাট আকবরের আমলে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগত এই অলী-এ-বাংলা ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। মাজারটি হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই বিদ্যমান এবং মোগল আমলের চৌচালা স্থাপত্য নিদর্শন এখনও রয়েছে।

এবার তিন দিনব্যাপী ওরসের আয়োজন করার কথা ছিল। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত (সিলেট শাহজালাল মাজার, সুরেশ্বর ইত্যাদি) থেকে শত শত ভক্ত, ফকির, পাগল ও অনুসারী জড়ো হন। দুপুরে তাবারুক বিতরণের পর সন্ধ্যার দিকে পুলিশ মাজার প্রাঙ্গণ থেকে ভক্তদের বের করে দেয় এবং পরবর্তীতে প্রবেশে বাধা দেয়। ভক্তরা রীতি অনুযায়ী মোমবাতি জ্বালিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে বিদায় নিতে চাইলেও তা করতে দেয়া হয়নি বলে অভিযোগ ওঠে। ফলে অনেক ভক্ত কার্জন হলের বিপরীতে শিক্ষা ভবন চত্বরের পাশের সড়ক ও ফুটপাতে দুইদিন ধরে অবস্থান নেন। ১০ জানুয়ারি শনিবার 'সম্প্রীতি যাত্রা'সহ বিভিন্ন নাগরিক প্ল্যাটফর্ম মানববন্ধন করে প্রতিবাদ জানায়।[49] কেউ কেউ বৃহস্পতিবার মারধরের অভিযোগও করেন। ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাৎক্ষণিক ছড়িয়ে পড়ে এবং ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দেয়। এর আগে ২০২৫ সাল থেকে মাজার স্থানান্তরের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উঠেছিল। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতসহ সুন্নী মহল এটিকে উগ্রবাদী অপশক্তির চক্রান্ত বলে প্রতিবাদ করে।[50]

---

[48] ৯ জানুয়ারী ২০২৬, বাংলা ট্রিবিউন, হাইকোর্ট মাজারের ওরসে পুলিশি বাধার অভিযোগ https://share.google/fDVSFGkhKUYoAHARq। ৯ জানুয়ারী ২০২৬, Source: jathasomoy.com https://share.google/eAfx4TlhzDFg9rJ17

[49] ১০ জানুয়ারি ২০২৬, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, হাই কোর্ট মাজারের 'ওরশ বন্ধের' প্রতিবাদ সম্প্রীতি যাত্রার https://share.google/O7xuOz9fyFWBtbxaT। ১২ জানুয়ারী ২০২৬, মুসলিম সংস্কৃতি আন্দোলনের প্রতিবাদ সমাবেশ ও উরশ শরীফ অনুষ্ঠিত https://www.facebook.com/share/p/18bePP7qkF/ ও https://www.facebook.com/share/p/18Q6kVaczp/। ওরসে বাধা দেওয়ার প্রতিবাদে মানববন্ধন https://www.facebook.com/share/v/1Kud2tg9Zg/

[50] হাইকোর্ট মাজার সরানোর ষড়যন্ত্র প্রতিহত করব - দৈনিক আজাদী https://share.google/77u8ixZKJZs8PhRB0 ও https://www.facebook.com/share/p/17XTW9rJp2/ হাইকোর্ট মাজার শরীফ সরানোর ষড়যন্ত্র হচ্ছে, প্রতিহত করার ঘোষণা || Bahanno News https://share.google/xN4lRWNrLHeNlvMvc খাজা শরফুদ্দীন চিশতি (রহ.)'র মাজার শরীফ স্থানান্তরের চক্রান্ত এবং সুন্নী আলেম-ওলামাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলার পরিণাম ভাল হবেনা : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত https://share.google/R2dz0OkxQUYDjoSKo

বাধার মূল কারণ: বাধা দেয়ার মূল কারণ পর্যালোচনা করলে প্রশাসন ও ভক্তদের আলাদা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গী পাওয়া যায়।
প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে: প্রধানত নিরাপত্তাজনিত কারণ। হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট অত্যন্ত সংবেদনশীল এলাকা। বিচারপতিদের নির্দেশনা অনুসারে সন্ধ্যার পর অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিদের (ভক্ত, পাগল, ভিক্ষুক, গাঁজাসেবীসহ) প্রবেশ নিষিদ্ধ। পুলিশ জানায়, দিনের কর্মসূচি (তাবারুক বিতরণ) সময়মতো শেষ হয়েছে। এরপরও কিছু লোক অবস্থান করায় নিরাপত্তার স্বার্থে বের করে দেয়া হয়।[51]
ভক্তদের দৃষ্টিকোণ থেকে: এটি অযৌক্তিক হস্তক্ষেপ এবং শতাব্দীপ্রাচীন সুফি ঐতিহ্যের ওপর আঘাত। তারা বলেন, ৭০০ বছর ধরে কখনো এমন বাধা দেয়া হয়নি। মাজার সরানোর পূর্ববর্তী আলোচনা ও উগ্রবাদী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকায় অনেকে এটিকে পরিকল্পিত বলে মনে করেন। মাজারে প্রতিদিন লঙ্গরখানায় শত শত মানুষ খাবার খান — এই সেবামূলক কর্মকাণ্ডও বাধাগ্রস্ত হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।[52]

ভিডিও বিশ্লেষণ: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত লাইভ ভিডিওতে দেখা যায় — সন্ধ্যার পর পুলিশ মাজার প্রাঙ্গণ খালি করছে, ভক্তরা ক্ষোভ প্রকাশ করছেন এবং "দূর! থেকে এসে ঢুকতে পারছি না", "মোমবাতি জ্বালাতে দেওয়া হচ্ছে না" — এমন বক্তব্য দিচ্ছেন।[53] মানববন্ধন ও রাস্তায় অবস্থানের ভিডিওতে ভক্তদের হতাশা, কান্না ও ক্ষোভ স্পষ্ট। ভিডিওগুলো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দেয়।

অভিযুক্ত বাধাদানকারী: ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (রমনা বিভাগ)।[54] ভক্তরা পুলিশের বিরুদ্ধে বাধা, বের করে দেয়া এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মারধরের অভিযোগ করেছেন। পুলিশ এসব অভিযোগ অস্বীকার করে নিরাপত্তা নির্দেশনা পালনের কথা বলেছে।

প্রশাসনিক অবস্থান: পুলিশের রমনা বিভাগের ডিসি মাসুদ আলম এবং শাহবাগ থানার ওসি মনিরুজ্জামান স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, দিনের কর্মসূচি শেষ হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নিরাপত্তার স্বার্থে সন্ধ্যার পর প্রবেশ সীমিত করা হয়েছে। গাঁজাসেবী ও অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিদের জড়ো হওয়াকে তারা ঝুঁকি হিসেবে উল্লেখ করেন। প্রশাসনের দৃষ্টিতে এটি নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার অংশ, পুরোপুরি ধর্মীয় অনুষ্ঠান বন্ধ করা নয়।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজারের খাদেম ও ভক্তরা তিন দিনব্যাপী ওরস চালানোর পক্ষে ছিলেন। তারা শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন। দূর থেকে আসা ভক্তরা (যেমন রুস্তম আলী, হালিমা খাতুন) ফিরে যেতে না পেরে রাস্তায় অবস্থান নেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত, সম্প্রীতি যাত্রাসহ বিভিন্ন সুন্নী ও নাগরিক মহল এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানায় এবং মাজার সরানোর ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করে দেখে।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: ওরসের পূর্ণাঙ্গ আয়োজন বন্ধ হয়ে যায় এবং সীমিত আকারে সম্পন্ন হয়। মাজার প্রাঙ্গণে সাধারণ প্রবেশ সীমিত রাখা হয়। ভক্তরা সড়কে অবস্থান ও প্রতিবাদ কর্মসূচি চালিয়ে যান। মাজারের স্বাভাবিক ধর্মীয় কার্যক্রম (যেমন দৈনন্দিন লঙ্গরখানা) চলতে থাকলেও বার্ষিক বড় আয়োজন ব্যাহত হয়।

---

[51] ৯ জানুয়ারী ২০২৬, হাই কোর্ট মাজারের ওরশে পুলিশের বাধার অভিযোগ : প্রতিদিনের ডাক https://share.google/JAKyu3OMY6fMbqNfm

[52] হাই কোর্ট মাজারের বার্ষিক ওরশে পুলিশের বাধা, ক্ষুব্ধ ভক্তরা https://share.google/GXCD9rzurRW6FAfMy।

[53] ভিডিও: হাইকোর্ট মাজারে ওরশ পালনে ভক্তবৃন্দদের পুলিশি বাধা Source: Facebook https://share.google/Mgzxhsuzm17rWa7zq

[54] ১০ জানুয়ারি ২০২৬, সমকাল, হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে ওরশে প্রবেশে বাধার অভিযোগ, সড়কে অবস্থান ভক্তদের https://share.google/CuDiOXl4GcKEWxcI0

৮. হামলার চেষ্টা: হযরত কলিমউদ্দিন শাহ (রহ.) মাজার

(নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জের গোলাকান্দাইল বাজার এলাকায়, ২৮ই জুন ২০২৬ সালের শনিবার রাত পৌনে ১২টা)

চিত্র: হাতে পতাকা নিয়ে উগ্রবাদী আচরণ করতে দেখা যাচ্ছে। (ছবি: বিডিনিউজ২৪)

সার্বিক চিত্র: নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার গোলাকান্দাইল বাজার এলাকায় অবস্থিত হযরত কলিমউদ্দিন শাহ (রহ.)-এর মাজারে বার্ষিক ওরস চলছিল। ওরস উপলক্ষে জিকির, মারফতি ও বাউল গানের আসর এবং তাবারুক বিতরণের আয়োজন করা হয়েছিল। ২৮ই জুন ২০২৬ সালের শনিবার রাত পৌনে ১২টার দিকে ওরসের তাবারুক বিতরণের সময় 'তৌহিদী জনতা' নামে পরিচয় দেয়া একদল যুবক কালেমাখচিত সাদা-কালো পতাকা নিয়ে মোটরসাইকেলে করে মাজারে উপস্থিত হয় এবং অনুষ্ঠান বন্ধ করার দাবি জানায়।[55] মাজারের ভক্ত, স্বেচ্ছাসেবক ও স্থানীয় জনতা তাদের এই বাধা মেনে নেয়নি। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। স্থানীয়দের সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে তৌহিদী জনতার সদস্যরা পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এরপর মাজারে ওরসের স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসে।

হামলার মূল কারণ: তৌহিদী জনতা মাজারে অনুষ্ঠিত ওরস, মারফতি গান ও বাউল আসরকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অবৈধ বলে মনে করেছিল। তারা কালেমাখচিত পতাকা নিয়ে এসে সরাসরি অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল।

ভিডিও বিশ্লেষণ: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, টুপি-পাগড়ি ও জুব্বা পরিহিত একদল যুবক কালেমাখচিত পতাকা হাতে মাজার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে অনুষ্ঠান বন্ধের চেষ্টা করছে।[56] স্থানীয় ভক্তবৃন্দ তাদের ঘিরে ধরে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ভিডিওতে উত্তেজনা, বাকবিতণ্ডা এবং হাতাহাতির দৃশ্য দেখা যায়। পরবর্তীতে তৌহিদী জনতার সদস্যরা স্থানীয়দের চাপের মুখে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায় এবং স্থানীয়রা তাদের ধাওয়া করে।

---

[55] কালেমাখচিত পতাকা নিয়ে ওরশে 'তৌহিদী জনতার' বাধা, হাতাহাতি, বিডিনিউজ , ২৯ জুন ২০২৬ https://share.google/d2s8bOYomsIJ7mhhT। Source: Facebook https://share.google/RwL7MYXwZFXDfpPRY। প্রেস নারায়নগঞ্জে, ২৯ জুন ২০২৬, রূপগঞ্জে মাজারের উরশে 'তৌহিদী জনতা'র বা/ধা, ভক্তদের প্র/তি/রোধ https://www.facebook.com/share/p/1BKrfJiBzD/। রূপগঞ্জে মাজারের উরশে 'তৌহিদী জনতা'র বাধা, ভক্তদের প্রতিরোধ | সকালের খবর ২৪, ২৯ জুন ২০২৬, https://share.google/daF9OeBnZ3KoFaTK0

[56] ওরশে বাধা দেওয়া কালীন ভিডিও-১ https://www.facebook.com/share/r/1ETgEiW3kB/। ওরশে বাধা দেওয়া কালীন ভিডিও- ২ https://www.facebook.com/share/r/17tuKEzQvU/

অভিযুক্ত হামলাকারী: ঘটনায় অভিযুক্তরা ‘তৌহিদী জনতা’ নামে পরিচয় দেয়া একদল যুবক। তারা মোটরসাইকেলে করে এসেছিল এবং হাতে কালেমাখচিত সাদা-কালো পতাকা ছিল। তারা সংঘবদ্ধভাবে মাজারে প্রবেশ করে অনুষ্ঠানে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছিল।

প্রশাসনিক অবস্থান: রূপগঞ্জ থানার ওসি এ এইচ এম সালাউদ্দিন জানিয়েছেন যে, ঘটনাটি ছিল সামান্য হাতাহাতির। খবর পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে ততক্ষণে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। এখন পর্যন্ত কোনো পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। তবে পুলিশ পুরো বিষয়টি নজরদারিতে রেখেছে।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার কর্তৃপক্ষ ও স্বেচ্ছাসেবকরা অনুষ্ঠান অব্যাহত রাখার পক্ষে দৃঢ় ছিলেন। তারা ভক্তদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে বহিরাগতদের বাধা প্রতিহত করেন। হামলাকারীরা চলে যাওয়ার পর তারা ওরসের সকল কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চালিয়ে যান।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: তৌহিদী জনতা পালিয়ে যাওয়ার পর মাজারে শান্ত পরিবেশ ফিরে আসে। ওরস, মারফতি সংগীত ও অন্যান্য আয়োজন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে মাজার এলাকায় কোনো উত্তেজনা নেই এবং সবকিছু স্বাভাবিক রয়েছে।

৯. হামলার গুজব: হযরত শাহ সোলায়মান (র.) ওরফে লেংটা বাবার মাজারে

(৩১ মার্চ ২০২৬, মঙ্গলবার বিকেলে চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার সাদুল্লাপুর ইউনিয়নের বেলতলী (বদরপুর) এলাকায়)

চিত্র ৩: অন্তর্কোন্দলে আহত লাল মিয়া।

সার্বিক চিত্র: ৩১ মার্চ ২০২৬, মঙ্গলবার বিকেলে চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার সাদুল্লাপুর ইউনিয়নের বেলতলী (বদরপুর) এলাকায় হযরত শাহ সোলায়মান (র.) ওরফে লেংটা বাবার ঐতিহ্যবাহী মাজারে ১০৭তম ওরস ও সাত দিনব্যাপী 'লেংটার মেলা'র প্রথম দিনে উত্তেজনাকর ঘটনা ঘটে। মাজারের প্রধান খাদেম মতিউর রহমান ওরফে লাল মিয়া (৬০) ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর আহত হন। তাকে স্থানীয়রা দ্রুত উদ্ধার করে স্থানীয় মতলব উত্তর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। মেলাটি প্রশাসনের কোনো অনুমতি ছাড়াই শুরু হয়েছিল। এখানে প্রতি বছর ১০-১৫ লাখ ভক্তের সমাগম ঘটে। মেলাকে ঘিরে মাদক সেবন-বেচাকেনা, জুয়া, অশ্লীল নৃত্য, চাঁদাবাজি ও দান-অনুদানের টাকা ভাগাভাগি নিয়ে দীর্ঘদিনের অভিযোগ রয়েছে। ঘটনার পরপরই পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। পরদিন ২ এপ্রিল সন্ধ্যায় প্রশাসন মেলার সব কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করে।[57]

[57] ৩১ মার্চ ২০২৬, দৈনিক ইত্তেফাক, অনুমতি ছাড়া শুরু সোলেমান লেংটার মেলা, মাদক–জুয়া–চাঁদাবাজির অভিযোগ https://share.google/XvMt9LsnbH5VXNwMB। ১ এপ্রিল ২০২৬, নরসিংদির কণ্ঠস্বর https://www.facebook.com/share/p/14eaP6YGLqZ/। ১ এপ্রিল ২০২৬, ডিজিটাল খবর ফেসবুক পোস্ট, https://www.facebook.com/share/p/1FcY3FZaYc/। ১ এপ্রিল ২০২৬, Source: কালের কণ্ঠ https://share.google/l9QXsiqnm0vfU9dTZ

প্রথমদিকে কিছু সূত্রে "দুর্বৃত্তদের হামলা" বা বাইরের গোষ্ঠীর আক্রমণ হিসেবে গুজব ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু পরবর্তী বিস্তারিত সংবাদ ও স্থানীয় সূত্রে স্পষ্ট হয় যে, এটি সম্পূর্ণ "মাজার ও মেলা ব্যবস্থাপনার অভ্যন্তরীণ কোন্দল" থেকে উদ্ভূত সংঘর্ষ। উল্লেখ্য যে, ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই মাজারে তৌহিদী জনতা দ্বারা হামলা করা হয়েছিল।[58]

হামলার মূল কারণ: ঘটনাটি মূলত অর্থ ও নিয়ন্ত্রণের লড়াইয়ের ফল। মাজারে ভক্তদের দেয়া দান-অনুদান (টাকা, পশু ইত্যাদি) এবং জুয়ার টাকা ভাগাভাগি নিয়ে মাজার কমিটির সংশ্লিষ্ট দুই পক্ষের মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দেয়। খাদেম লাল মিয়া মেলায় প্রকাশ্য মাদক সেবন, গাঁজার দোকান ও জুয়া বন্ধ করার চেষ্টা করলে মাদকাসক্ত ও জুয়াড়িরা ক্ষিপ্ত হয়ে তার ওপর ধারালো অস্ত্র (দা/চাপাতি) নিয়ে হামলা চালায়।[59] এটি বাইরের কোনো সংঘবদ্ধ হামলা নয়, বরং মেলার লাভজনক অসামাজিক কার্যকলাপের নিয়ন্ত্রণ ও ভাগাভাগি নিয়ে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ। প্রাথমিকভাবে "বাইরের দুর্বৃত্তদের হামলা" হিসেবে যে গুজব ছড়িয়েছিল, তা পরে সংবাদে সংশোধিত হয়।

ভিডিও বিশ্লেষণ: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওগুলোতে মেলার বিশৃঙ্খল পরিবেশ, ভক্তদের ভিড়, উত্তেজনা এবং সংঘর্ষ-পরবর্তী অবস্থা দেখা যায়। স্থানীয় বক্তব্যে দান-টাকার ভাগাভাগি, মাদক নিয়ন্ত্রণে খাদেমের ভূমিকা এবং অভ্যন্তরীণ গ্রুপের বিরোধের কথা উঠে আসে। সরাসরি হামলার ফুটেজ সীমিত, তবে আহত খাদেমকে উদ্ধারের দৃশ্য, পুলিশের উপস্থিতি এবং মেলা বন্ধের ঘোষণার ভিডিও রয়েছে।[60] ভিডিওতে মেলার উৎসবমুখর পরিবেশ দ্রুত উত্তেজনায় রূপ নেয়ার চিত্র স্পষ্ট।

অভিযুক্ত হামলাকারী: মেলায় সক্রিয় মাদক সেবনকারী, জুয়াড়ি এবং মাজার-মেলা ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত অভ্যন্তরীণ গ্রুপের সদস্যরা। তবে তাদের সুনির্দিষ্ট পরিচয় এখনো প্রকাশিত হয়নি। তারা ধারালো দেশীয় অস্ত্র ব্যবহার করে হামলা চালায়। এটি বহিরাগত কোনো গোষ্ঠীর সংঘবদ্ধ আক্রমণ নয়— বরং মেলার অর্থনৈতিক স্বার্থকেন্দ্রিক অভ্যন্তরীণ কোন্দল। পুলিশ জড়িতদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে।

প্রশাসনিক অবস্থান: পুলিশ দ্রুত হস্তক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। মতলব উত্তর থানার ওসি মো. কামরুল হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন এবং তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান। মাদক, জুয়া ও অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগে মেলা বন্ধ করে দেয়া হয়। সেনাবাহিনীসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন ছিল। প্রশাসন আগে থেকেই মেলার অনুমতি দেয়নি, কিন্তু কমিটি তা উপেক্ষা করে আয়োজন করে।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: প্রধান খাদেম মতিউর রহমান লাল মিয়া নিজেই মেলার অন্যতম আয়োজক। তিনি মাদক ও জুয়া বন্ধের চেষ্টা করেছিলেন বলে জানিয়েছেন এবং হামলার ঘটনায় থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নেন।[61] পরবর্তীতে

---

[58] আট মাস পূর্বে এই মাজারে হামলা করা হয়েছে। Source: Facebook https://share.google/24ShI3cTBXfYLPPQY। আট মাস পূর্বে এই মাজারে হামলা https://www.facebook.com/share/v/1L3uFwbr5k/

[59] ১ এপ্রিল ২০২৬, মেলায় গাঁজা সেবনে বাধা দেওয়ায় মাজারের খাদেমকে কুপিয়ে জখম | প্রথম আলো https://share.google/Xyta7wyKrZXSrbSAh। ১ এপ্রিল ২০২৬, সোলেমান লেংটার মাজারের প্রধান খাদেমকে কুপিয়ে জখম | NTV Online https://share.google/cYsD8YgFNVgpGvv9w। লেংটার মেলা বন্ধ ঘোষণা, মাজার প্রাঙ্গণে ভক্তদের ভিড় | NTV Online https://share.google/6Cg2QxB4mv5NzGerJ লেংটার মেলায় মাজারের টাকা ভাগাভাগি নিয়ে দ্বন্দ্বে দুই গ্রুপের মারামারি; মাজারের খাদেমকে কু"পি"য়ে জ"খম - Rknews71 - আরকেনিউজ৭১ https://share.google/JkM3QWHgBqZNQ77zU

[60] ওরশ বন্ধের ঘোষণার ভিডিও https://www.facebook.com/share/v/1BFf9M3y4u/

[61] লেংটার মাজারে টাকার ভাগ নিয়ে সংঘর্ষ, খাদেমকে কুপিয়ে জখম https://share.google/O5wT2VkeyXnl6IFXI মতলব উত্তরে 'লেংটার মেলা' বন্ধ, মাদক সেবন ও অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগ https://share.google/yU5pu5wtbnd6JyQ32

গণমাধ্যমে বিস্তারিত মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে প্রশাসনের কাছে বলবেন বলে জানান। মাজার কর্তৃপক্ষ মেলা আয়োজনের পক্ষে ছিল, যদিও অনুমতি ছিল না।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: তাৎক্ষণিকভাবে মেলার সব কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়। মাজার প্রাঙ্গণে কিছু ভক্তের ভিড় থাকলেও প্রশাসন মাইকিং করে সবাইকে এলাকা ত্যাগ করতে অনুরোধ জানিয়েছে এবং টহল জোরদার করে।[62] আহত খাদেমের চিকিৎসা এখনো চলছে। জড়িতদের গ্রেপ্তার ও মামলার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে বলে পুলিশ মাসখানেক আগে অবহিত করলেও এখনো কোনো আপডেট নেই। মাজারের স্বাভাবিক ধর্মীয় কার্যক্রম অব্যাহত আছে, তবে মেলা-ওরসকে ঘিরে অভ্যন্তরীণ কোন্দল, অসামাজিক কার্যকলাপ ও প্রশাসনিক দুর্বলতার চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

[62] ২ এপ্রিল ২০২৬, মতলব উত্তরে 'লেংটার মেলা' বন্ধ, মাদক সেবন ও অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগ | প্রথম আলো
https://share.google/MVdNI4nLokp3OtrcC